POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019

আল্লাহ্‌র বাণী

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ؕ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ؕ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَاۤ اِنْ نَّسِيْنَاۤ اَوْ اَخْطَاْنَا ۚ

আল্লাহ্ কোন ব্যক্তির উপর তাহার সাধ্যাতীত (কষ্টকর) দায়িত্বভার ন্যস্ত করেন না। সে যাহা ভাল উপার্জন করিবে উহা তাহারই জন্য কল্যাণকর হইবে এবং যাহা মন্দ-উপার্জন করিবে উহা তাহারই বিপক্ষে যাইবে। 'হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদেরকে পাকড়াও করিও না যদি আমরা ভুলিয়া যাই অথবা ত্রটি-বিচ্যুতি করি।

(আল-বাকারা: ২৮৭)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 3

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৫০০ টাকা

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

The Weekly BADAR Qadian Bangla

www.akhbarbadarqadian.in

সংখ্যা 49

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

বৃহস্পতিবার 6 ডিসেম্বর , 2018 29 রবিউল আওয়াল 1439 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হন। আমীন।

সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)বলেছেন: কিশতিয়ে নূহ পুস্তকের 'আমাদের শিক্ষা ' অংশ টুকু প্রত্যেক আহমদীর পড়া উচিত, বরং সম্পূর্ণ বইটিই পড়া উচিত।

সংযমী হও, যেন তোমাদের আয়ু বৃদ্ধি হয় এবং তোমরা খোদাতা'লার আশিস প্রাপ্ত হও। অতিরিক্ত ভোগ-বিলাসে জীবন-যাপন অভিশপ্ত জীবন। অতিরিক্ত রূঢ় স্বভাবপরায়ণ ও রুক্ষ জীবন যাপন অভিশপ্ত জীবন। খোদাতা'লার প্রতি কর্তব্য পালন বা তাঁহার বান্দাগণের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন হইতে অতিরিক্ত উদাসীন হওয়া অভিশপ্ত জীবন।

'কিশতিয়ে নূহ' পুস্তক থেকে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

সংযমী হও, যেন তোমাদের আয়ু বৃদ্ধি হয় এবং তোমরা খোদাতা'লার আশিস প্রাপ্ত হও। অতিরিক্ত ভোগ-বিলাসে জীবন-যাপন অভিশপ্ত জীবন। অতিরিক্ত রূঢ় স্বভাবপরায়ণ ও রুক্ষ জীবন যাপন অভিশপ্ত জীবন। খোদাতা'লার প্রতি কর্তব্য পালন বা তাঁহার বান্দাগণের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন হইতে অতিরিক্ত উদাসীন হওয়া অভিশপ্ত জীবন। খোদাতা'লার হক্ এবং তাঁহার বান্দার হক্ সম্বন্ধে প্রত্যেক ধনাঢ্য ব্যক্তিকে ঠিক সেইরূপই প্রশ্ন করা হইবে যেইরূপ একজন ফকিরকে করা হইবে বরং তদাপেক্ষাও অধিক। অতএব, সেই ব্যক্তি কত হতভাগ্য, যে এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের প্রতি ভরসা করিয়া খোদাতা'লা হইতে বিমুখ হয় এবং খোদাতা'লার অবৈধ বস্তু এইরূপ নিঃসঙ্কোচে ব্যবহার করে, যেন সেই অবৈধ বস্তু তাহার পক্ষে বৈধ হইয়া গিয়াছে, ক্রোধের বশবর্তী হইয়া পাগলের মত কাহাকেও গালি দিতে, কাহাকেও আহত করিতে ও কাহাকেও হত্যা করিতে সে উদ্যত হয় এবং কাম প্রবৃত্তির উত্তেজনায় নির্লজ্জ ব্যবহারের একশেষ করে। সুতরাং মৃত্যুকাল পর্যন্ত কখনও সে প্রকৃত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করিতে পারিবে না। হে প্রিয় বন্ধুগণ! তোমরা অল্পদিনের জন্য এই দুনিয়াতে আসিয়াছ এবং তাহারও অনেকখানি অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রভুকে অসন্তুষ্ট করিও না, যদি তোমাদের অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী কোন মাননীয় গভর্নমেন্ট তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয় তাহা হইলে উহা তোমাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিতে পারে। অতএব ভাবিয়া দেখ, খোদাতা'লার অসন্তুষ্টি হইতে তোমরা কেমন করিয়া বাঁচিতে পার? যদি তোমরা খোদাতা'লার দৃষ্টিতে মুত্তাকী (খোদা-ভীরু) বলিয়া সাব্যস্ত হও, তাহা হইলে কেহই তোমাদিগকে ধ্বংস করিতে পারিবে না, খোদাতা'লা স্বয়ং তোমাদিগকে রক্ষা করিবেন, এবং যে শত্রু তোমাদের প্রাণ-নাশের চেষ্টায় আছে, সে তোমাদিগকে কাবু করিতে পারিবে না। নচেৎ তোমাদের প্রাণের হেফাযতকারী কেহই নাই; তোমরা শত্রুর ভয়ে বা অন্যান্য বিপদাপদে পতিত হইয়া অশান্তির জীবন যাপন করিবে এবং তোমাদের জীবনের শেষাংশ অত্যন্ত দুঃখে ও ক্ষোভে অতিবাহিত হইবে। খোদাতা'লার দিকে আস এবং তাঁহার প্রতি প্রত্যেক বিরোধ ভাব পরিহার কর। তাঁহার প্রতি কর্তব্য সম্পাদনে শৈথিল্য করিও না, তাঁহার বান্দাগণের প্রতি মুখ বা হস্ত দ্বারা যুলুম* করিও না, এবং আসমানী কহ্‌র ও গযবকে ভয় করিতে থাক; ইহাই হইল মুক্তির পথ।

হে মুসলিম আলেমগণ! আমাকে মিথ্যুক সাব্যস্ত করিতে ব্যস্ত হইও না, কারণ ঐরূপ অনেক গূঢ় রহস্য আছে যাহা মানুষ শীঘ্র উপলব্ধি করিতে পারে না। কথা শুনিবা মাত্রই তাহা রদ করিতে উদ্যত হইও না, কারণ ইহা তাক্‌ওয়া বা ধর্ম-নিষ্ঠার পদ্ধতি নহে। তোমাদের মধ্যে যদি ভ্রান্তি না ঘটিত এবং তোমরা যদি হাদীসের বিকৃত অর্থ না করিতে, তাহা হইলে ন্যায়-বিচারকরূপে যে মসীহ্ মাওউদের আগমনের কথা আছে, তাঁহার আগমনই বৃথা হইত।

তোমাদিগকে সতর্ক করিবার জন্য তোমদের পূর্বেকার এক ঘটনা রহিয়াছে। যে বিষয়ে তোমরা জোর দিচ্ছ এবং যে পথ তোমরা ধরিয়াছ, ইহুদীরাও সেই পথই ধরিয়াছিল অর্থাৎ তোমরা যেমন হযরত ঈসা (আঃ)-এর দ্বিতীয় আগমনের অপেক্ষায় আছ; তদ্রূপ তাহারাও হযরত ইলিয়াস (আঃ)-এর দ্বিতীয় আগমনের অপেক্ষায় ছিল। তাহারা বলিত, মসীহ্ তখনই আসিবেন যখন ইহার পূর্বে ইলিয়াস নবী, যিনি আকাশে উত্তোলন হইয়াছিলেন, দ্বিতীয়বার দুনিয়াতে আবির্ভূত হইবেন; এবং যে ব্যক্তি ইলেয়াসের দ্বিতীয়বার আগমনের পূর্বেই মসীহ্ হওয়ার দাবী করিবে, সে মিথ্যাবাদী হইবে। তাহারা যে কেবল হাদীসসমূহের ভিত্তিতেই এরূপ ধারণা পোষণ করিত তাহা নহে, বরং ইহার সমর্থনে ঐশী-গ্রন্থ মালাকী নবীর কেতাব পেশ করিত। কিন্তু হযরত ঈসা (আঃ) যখন নিজের সম্বন্ধে ইহুদীদের মসীহ্ হইবার দাবী করিলেন এবং এই দাবীর শর্ত স্বরূপ হযরত ইলিয়াস আকাশ হইতে অবতীর্ণ হইলেন না, তখন ইহুদীদের এই ধর্ম-বিশ্বাস অমূলক প্রতিপন্ন হইল; এবং ইলিয়াস নবী সশরীরে আকাশ হইতে অবতীর্ণ হইবেন বলিয়া ইহুদীদের যে ধারণা ছিল, অবশেষে ইহার এই অর্থ প্রকাশিত হইল যে, ইলিয়াসের চরিত্র ও গুণ- বিশিষ্ট অপর কোন ব্যক্তি আবির্ভূত হইবেন। যে ঈসা (আঃ)-কে দ্বিতীয়বার আকাশ হইতে নামাইতেছ, সেই ঈসা (আঃ) স্বয়ং এই অর্থ করিয়াছে। অতএব তোমাদের পূর্বে ইহুদীগণ যে জায়গায় হোঁচট খাইয়াছিল, তোমরাও কেন সেই একই জায়গায় হোঁচট খাইতেছ? তোমাদের দেশে সহস্র সহস্র ইহুদী বর্তমান রহিয়াছে। তোমরা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ, তোমরা যে আকীদা প্রকাশ করিতেছ ইহুদীগণও ঠিক একইরূপ আকীদা পোষণ করে কি না?

সুতরাং যে খোদা ঈসা (আঃ)-এর খাতিরে ইলিয়াস নবীকে (আঃ)

এরপর শেষের পাতায়.....

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

আপনাদের এই জলসাতেও আমার বার্তা এটিই যে, জামাতের প্রত্যেক সদস্য যেন বা-জামাত নামায কায়েমকারী হয়ে যায়। আল্লাহ্ তা'লা প্রকৃত বান্দা হওয়ার জন্য তাঁর ইবাদত সঠিক অর্থে সম্পাদন করা আবশ্যক আর নামায হল ইবাদতের সর্বোত্তম রূপ। আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য অর্জন করার সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা এবং মোমেনের আধ্যাত্মিক জীবন রক্ষার জন্য আবশ্যক।

আল্লাহ্ তা'লার ইবাদতই হল সেই শক্তি যার জোরে আহমদীয়াত পৃথিবীতে ইসলামকে বিজয়ী করবে। এরই মাধ্যমে আহমদীয়াতের অগ্রগতির চাকা এগিয়ে চলবে।

২০১৭ সালের ১৩ ও ১৪ অক্টোবর তারিখে অনুষ্ঠিত স্পেনের জলসা সালানা উপলক্ষ্যে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর বিশেষ বার্তা

১৩ ও ১৪ ই অক্টোবর, ২০১৭ তারিখে পেদ্রোবাদের বাশারত মসহিদে জামাত আহমদীয়া স্পেন তাদের ৩০ তম বাৎসরিক জলসার আয়োজন করার তৌফিক লাভ করল। জলসায় অংশগ্রহণের জন্য সংবাদ পত্রিকায় আমন্ত্রণ পত্র প্রকাশ করা হয়েছিল এবং স্থানীয় রেডিও চ্যানেলে জলসায় যোগদানের জন্য অহ্বান করা হয়েছিল। এছাড়াও বিভিন্ন দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয় এবং তাদেরকে জলসায় যোগদানের আমন্ত্রণ জানানো হয়। প্রথম দিন জুমার নামায এবং মধ্যাহ্ন ভোজের পর পতাকা উত্তোলন পর্ব সম্পন্ন হয়। প্রথম অধিবেশনের অনুষ্ঠান পরিচালিত হয় আমীর সাহেবের সভাপতিত্বে। তিলাওয়াত ও নযমের পর মাননীয় আমীর সাহেব স্পেনের জলসার সালানা উপলক্ষ্যে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর প্রাপ্ত বার্তা জামাতের সদস্যদের সম্মুখে পাঠ করে শোনান। যা বদর পাঠকদের জন্য আল-ফযল ইন্টারন্যাশনালের সৌজন্যে উপস্থাপন করা হচ্ছে।

জামাত আহমদীয়া স্পেনের প্রিয় সদস্যবর্গ!

আসসালামো আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহ ওয়া বরকাতুহু

আলহামদোলিল্লাহ্ আপনারা এবছরও বাৎসরিক জলসা আয়োজন করার তৌফিক পাচ্ছেন। আল্লাহ্ তা'লা এর আয়োজনকে সার্বিকভাবে আশিসমণ্ডিত করুন এবং এর থেকে পুরোপুরি উপকৃত হওয়ার তৌফিক দান করুন। আমীন। আমি যুক্তরাজ্যের আনসারুল্লাহ্‌র ইজতেমা উপলক্ষ্যে তাদেরকে এক গুরুত্বপূর্ণ প্রাথমিক বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম যা ইসলামের প্রাথমিক স্তম্ভ এবং প্রত্যেক মুসলমান মুমিনের জন্য আবশ্যিক। সেই প্রাথমিক বিষয়টি হল নামায। কুরআন করীম বার বার এর প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছে। আপনাদের এই জলসাতেও আমার বার্তা এটিই যে, জামাতের প্রত্যেক সদস্য যেন বা-জামাত নামায কায়েমকারী হয়ে যায়। আল্লাহ্ তা'লা প্রকৃত বান্দা হওয়ার জন্য তাঁর ইবাদত সঠিক অর্থে সম্পাদন করা আবশ্যক আর নামায হল ইবাদতের সর্বোত্তম রূপ। আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য অর্জন করার সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা এবং মোমেনের আধ্যাত্মিক জীবন রক্ষার জন্য আবশ্যক। আল্লাহ্ তা'লার ইবাদতই হল সেই শক্তি যার জোরে আহমদীয়াত পৃথিবীতে ইসলামকে বিজয়ী করবে। এরই মাধ্যমে আহমদীয়াতের অগ্রগতির চাকা এগিয়ে চলবে।

আপনারা যারা এই জলসার জন্য একত্রিত হয়েছেন তারা এই অঙ্গীকার করুন যে, নামায যথাসময়ে পড়বেন এবং যে সমস্ত জরুরী কাজের জন্য আল্লাহ্ তা'লা নামায জমা করে পড়ার অনুমতি দিয়েছেন সেই সমস্ত কারণ ছাড়া জমা করবেন না। আমি পূর্বেও এদিকে একাধিক বার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম যে, চেষ্টা করুন যাতে মসজিদে এসে বা-জামাত নামায পড়া যায়। মসজিদ না থাকলে নামায সেন্টার তৈরী করুন এবং সেখানে আহমদীরা একত্রিত হয়ে নামায পড়ুন। বাড়িতে নিজেদের স্ত্রী-সন্তানের সঙ্গে বা-জামাত নামায পড়ার ব্যবস্থা করুন। নিজের ঘরকে এমনভাবে সুসজ্জিত করে তুলুন যাতে তা ইবাদত এবং জিকরে ইলাহিতে সুরভিত হয়ে ওঠে।

হযরত আকদস মসীহ মওউদ (আ.) কুরআন করীমের আলোকে নামাযের যে রূপরেখা অঙ্কন করেছেন তা হল- নামায এমন এক বস্তু, যদি তা মনোযোগ ও উদ্যম সহকারে দাঁড় করানো না হয় তবে পড়ে যাবে(টিকে থাকবে না)। তিনি বলেন- কুরান করীমে যে বার বার বলা হয়েছে যে, নামায প্রতিষ্ঠিত কর এবং অজস্র বার বিভিন্ন আঙ্গিক থেকে একথা বর্ণনা করা হয়েছে- এদিকে মনোযোগ আকর্ষণ করার উদ্দেশ্য হল নামায নিজে থেকে প্রতিষ্ঠিত হয় না। আপনি যখনই এর প্রতি ঔদাসীন্য প্রদর্শন করবেন, এটি পড়ে যাবে। এই কারণে বিশেষ ব্যবস্থার অধীনে প্রত্যেক আহমদীকে নিজেদের নামায রক্ষা করার বিষয়ে যত্নবান হতে হবে। সমগ্র ব্যবস্থাপনাকে বা-জামাত নামাযকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন-

"নামায এমন এক বস্তু যার মাধ্যমে আকাশ মানুষের প্রতি ঝুঁকে পড়ে। সঠিক অর্থে নামায আদায়কারী ব্যক্তি নিজেকে মৃত বলে মনে করে আর তার আত্মা সবকিছু উজাড় করে খোদার দরবারে আনত হয়েছে।... যে ঘরে নামায হবে সেই ঘর ধ্বংস হবে না। ... এটি (নামায) প্রত্যহ পাঁচ বার পড়ার আদেশ আছে। অতএব, যতক্ষণ পর্যন্ত না পুরোপুরি নামায হবে সেই সমস্ত বরকতও থাকবে না যা এর মাধ্যমে অর্জিত হয়, আর না এই বয়আত কোন উপকারে আসবে।

(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৬২৭, ২০০৩ সালে রাবোয়া থেকে প্রকাশিত)

দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হল 'হুকুকুল ইবাদ'(মানুষের অধিকার)। আল্লাহ্ তা'লার অধিকারমূহের পাশাপাশি তাঁর বান্দাদের অধিকার সমূহও প্রদান করুন। তবলীগ করা, ইসলামের শান্তিপূর্ণ শিক্ষা সম্পর্কে মানুষকে অবগত করা এবং তাদের সামনে নিজের ব্যবহারিক নমুনা উপস্থাপন করার মাধ্যমেও সেই অধিকার প্রদান করতে পারেন। তাদেরকে ইসলামের অনিন্দ সুন্দর শিক্ষা সম্পর্কে অবগত করুন। অন্যান্য মুসলমানেরা নিজেদের অপকর্মের দ্বারা ইসলামের যে ক্ষতি সাধন করেছে আপনারা নিজেদের নমুনা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তা দূর করার চেষ্টা করুন। খিলাফতের আশীর্বাদে ধন্য করে আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের উপর অপার অনুগ্রহ করেছেন, যে খিলাফত কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। এই খিলাফতের আনুগত্য ও এবং পথ-প্রদর্শন গ্রহণ করে আপনারাও অগ্রসর হন যা প্রতিমুহূর্তে আপনাদের পথ-প্রদর্শন করে এবং ইসলামের প্রতিরক্ষা করছে । আর স্পেনে ইসলাম আহমদীয়াতের অপূর্ব সুন্দর শিক্ষা ছড়িয়ে দিন এবং তাদেরকে আহমদীয়াতের অন্তর্ভুক্ত করার সর্বাত্মক চেষ্টা করুন। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদরে এর তৌফিক দান করুন। আল্লাহ্ আপনাদেরকে ঈমানের ক্ষেত্রে উন্নতি দান করুন এবং স্বীয় অশেষ কল্যাণে ভূষিত করুন। আমীন

ওয়াসসালাম

খাকসার

মির্যা মসরূর আহমদ

খলীফাতুল মসীহ আল খামিস

****

26- اَلْعَيْنُ حَقٌّ

(দৃষ্টির প্রভাব পড়া সত্য)

দৃষ্টির প্রভাব পড়া বা নযর লাগা যেহেতু মনবিজ্ঞানের একটি শাখার অংশ, এই কারণে এটিকে অস্বীকার করা যাবে না। কিন্তু এই বিষয়টি দীর্ঘ আলোচনা সাপেক্ষ। অতএব, এখানে বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক সম্ভব নয়।

-হাদীস

ইমামের বাণী

"খোদা তা'লা আমাকে বারবার জানিয়েছেন, তিনি আমাকে বহু সম্মানে বিভূষিত করিবেন এবং মানুষের হৃদয় আমার প্রতি ভক্তিতে আপ্লুত করিয়া দিবেন" *-তাজাল্লিয়াতে ইলাহি বা ঐশী বিকাশ, পৃ: ১৬*

দোয়াপ্রার্থী: আবুল হাসানাত, নারগিস সুলতানা, মুশতাক আহমদ,ইমতিয়ায আহমদ, জামাত আহমদীয়া ব্যাঙ্গালোর (কর্ণাটক)

জুমআর খুতবা

আল্লাহ্ তা'লা ঋণ রাখেন নি। হযরত ইমাম মাহদী (আ.) কে মান্যকারী ভালভাবে বুঝতে পারে যে, আল্লাহ্ তা'লা নিজ অনুগ্রহে কোন জাগতি উপকরণ ছাড়াই তাঁর পথে ত্যাগস্বীকারের কারণে আশিস দান করেছেন। * আমি দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, আল্লাহ্ তা'লা এর ব্যবস্থা করে দিবেন। কিন্তু একথা জানতাম না যে, তিনি চব্বিশ ঘন্টা অতিবাহিত হতে না হতেই এর ব্যবস্থা করে দিবেন। * পূর্বে আমি এই ধরণের ঘটনাবলী শুনতাম আর চিন্তা করতাম যে, আল্লাহ্ তা'লা কি সত্যিই নিজ বান্দাদের সঙ্গে এমন আচরণ করেন! কিন্তু এখন আমার নিজেরই অভিজ্ঞতা হল। * সেই ছোট্ট শিশুটির আচরণ দেখে আমার হৃদয় স্নেহ-রসে আদ্র হয়ে ওঠে, একথা ভেবে যে, এই ছোট বয়সে আর্থিক কুরবানী করার কেমন আগ্রহ! * এবার আমি নিজের পকেট খরচ থেকে দিতে পারি নি, তাই আমি আজকে কাজ করতে চাই যাতে প্রাপ্ত অর্থ থেকে চাঁদা দিতে পারি। * এই নিষ্ঠা এবং আল্লাহ্ তা'লার প্রতি আস্থা এবং তাঁর প্রতিশ্রুতির প্রতি বিশ্বাসই অন্যদেরকেও ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে ভাবতে বাধ্য করছে।

তাহরীকে জাদীদের ৮৪তম বছরে নিখিল বিশ্ব জামাত আহমদীয়ার পক্ষ থেকে ১ কোটি ২৭ লক্ষ ৯৩ হাজার পাউন্ড স্টারলিং আল্লাহ্‌র দরবারে উপস্থাপন করার সৌভাগ্য অর্জন করেছে। আলহামদোলিল্লাহ।

সারা বিশ্বে জামাতগুলির মধ্যে পাকিস্তান প্রথম স্থানে এবং যথাক্রমে রয়েছে জার্মানী, যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র।

মাথাপিছু সর্বোচ্চ চাঁদা প্রদানকারী দেশটি হল সুইজারল্যান্ড। আফ্রিকান দেশগুলোতে মোট সংগ্রহের দিক থেকে উল্লেখযোগ্য দেশগুলো হলো যথাক্রমে ঘানা, নাইজেরিয়া, গাম্বিয়া, এবং তানজানিয়া।

অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য দেশগুলো হলো যথাক্রমে- নাইজার, গাম্বিয়া, বেনীন,

বিভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে পাকিস্তান, জার্মানী, ব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার উল্লেখযোগ্য কুরবানীকারী জামাতগুলির বিষয়ে বিশ্লেষণ।

তাহরীকে জাদীদের ৮৫তম বছরের ঘোষণা উপলক্ষ্যে ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দেওয়ার অঙ্গীকার পালনকারী পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের নিষ্ঠাবান জামাতের সদস্যদের আর্থিক কুরবানীর নমুনা

হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক যুক্তরাষ্ট্রের মেরিল্যাণ্ডে বাইতুর রহমান মসজিদে প্রদত্ত ৯রা নভেম্বর, ২০১৮, এর জুমআর খুতবা (২ নবুয়ত, ১৩৯৭ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ۔

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ؕ وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ○ اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُوْنَ مَآ اَنْفَقُوْا مَنًّا وَّلَآ اَذًى ۙ لَّهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ (البقرة:262،263)

وَمَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَتَثْبِيْتًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍۭ بِرَبْوَةٍ اَصَابَهَا وَابِلٌ فَاٰتَتْ اُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ ۚ فَاِنْ لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ (البقرة:266)

اَلشَّيْطٰنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَاْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَآءِ ۚ وَاللّٰهُ يَعِدُكُمْ مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ (البقرة:269)

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدٰىهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلِاَنْفُسِكُمْ ؕ وَمَا تُنْفِقُوْنَ اِلَّا ابْتِغَآءَ وَجْهِ اللّٰهِ ؕ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ يُّوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ (البقرة:273)

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ (البقرة:275)

তাশাহ্হুদ, তাউয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) পবিত্র কুরআনের উপরোক্ত আয়াত সমূহ পাঠ করেন এবং বলেন- যে আয়াতগুলো আমি তিলাওয়াত করেছি তা সূরা বাকারার আয়াত, যাতে আর্থিক কুরবানীর উল্লেখ রয়েছে। আর্থিক কুরবানীর প্রেক্ষাপটে আল্লাহ্ তা'লা প্রায় ক্রমাগতভাবে এই আয়াতগুলো এখানে উল্লেখ করেছেন। এগুলোর অনুবাদ হলো-

'যারা যাহারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে খরচ করে তাহাদের দৃষ্টান্ত এক শস্যবীজের দৃষ্টান্তের ন্যায়, যাহা সাতটি শীষ উৎপন্ন করে এবং প্রত্যেকটি শীষে একশত শস্যবীজ থাকে। এবং আল্লাহ্ যাহার জন্য চাহেন (ইহা অপেক্ষাও) বৃদ্ধি করিয়া দেন, এবং আল্লাহ্ প্রাচুর্যদানকারী, সর্বজ্ঞানী। (সূরা বাকারা, আয়াত: ২৬২)

যাহারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে খরচ করে, অতঃপর তাহারা যাহা খরচ করে উহার সম্বন্ধে পিছনে খোঁটা দিয়া ও কষ্ট দিয়া বেড়ায় না; তাহাদের জন্য তাহাদের প্রভুর সন্নিধানে পুরস্কার সংরক্ষিত আছে; তাহাদের কোন ভয় নাই এবং তাহারা দুঃখিতও হইবে না। (সূরা বাকারা, আয়াত: ২৬৩)

এবং যাহারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিলাভের জন্য এবং তাহাদের আত্মার দৃঢ়তার জন্য খরচ করে তাহাদের দৃষ্টান্ত উচ্চস্থানে অবস্থিত সেই বাগানের অবস্থার ন্যায় যাহার উপর প্রবল বৃষ্টিপাত হইলে উহা দ্বিগুণ ফল উৎপন্ন করে। (সূরা বাকারা, আয়াত: ২৬৬)

শয়তান তোমাদিগকে দারিদ্রের ভয় দেখায় এবং সে তোমাদিগকে অশ্লীলতার আদেশ দেয়, পক্ষান্তরে আল্লাহ্ নিজ পক্ষ হইতে তোমাদিগকে ক্ষমা ও ফযলের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্ প্রাচুর্যদানকারী, সর্বজ্ঞানী। (সূরা বাকারা, আয়াত: ২৬৯)

এবং ধন-সম্পদ হইতে তোমরা যাহা খরচ কর উহা তোমাদেরই আত্মার কল্যাণের জন্য, কারণ তোমরা শুধ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্যই খরচ করিয়া থাক, এবং ধন-সম্পদ হইতে তোমরা যাহা কিছু খরচ কর উহা তোমাদিগকে সম্পূর্ণরূপে ফেরৎ দেওয়া হইবে এবং তোমাদের প্রতি জুলুম করা হইবে না। (সূরা বাকারা, আয়াত: ২৭৩)

যাহারা নিজেদের ধন-সম্পদ রাত্রে এবং দিবসে গোপনে এবং প্রকাশ্যে খরচ করে, তাহাদের জন্য তাহাদের প্রভুর সন্নিধানে পুরস্কার সংরক্ষিত আছে, এবং তাহাদের কোন ভয় নাই এবং তারা দুঃখিতও হইবে না।

(সূরা বাকারা, আয়াত: ২৭৫)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আর্থিক কুরবানীর বিষয়টি উল্লেখ করতে গিয়ে একস্থানে বলেন, "আমি যে বার বার আল্লাহ্‌র পথে খরচের জন্য গুরুত্বারোপ করে থাকি তা খোদার নির্দেশেই করি।.... ইসলাম অন্যান্য বিরোধী ধর্মের শিকারে পরিণত হচ্ছে।.... তারা ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চায়। অবস্থা যেখানে এমন পর্যায়ে গড়িয়েছে সেখানে আমরা কি ইসলামের উন্নতির জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করব না? আল্লাহ্ তা'লা তো এ উদ্দেশ্যেই এ জামা'ত প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাই এ জামা'তের উন্নতির উদ্দেশ্যে প্রচেষ্টারত থাকা খোদার নির্দেশ ও ইচ্ছার অনুসরণ ও অনুগমন।" তিনি বলেন, "এটিও খোদা তা'লার পক্ষ থেকে একটি প্রতিশ্রুতি যে, 'আল্লাহ্ তা'লার পথে যে খরচ করবে আমি তাকে বেশ কয়েকগুণ ফেরৎ দিব। এ পৃথিবীতে সে অনেক কিছু পাবে এবং মৃত্যুর পর পারলৌকিক প্রতিদানও পাবে যেখানে প্রভূত সাচ্ছন্দ্য লাভ হবে।'

(মালফুযাত, ৮ম খণ্ড, পৃ: ৩৯৩-৩৯৪, ১৯৮৫ সালে লন্ডন থেকে প্রকাশিত)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে আল্লাহ তা'লা নিষ্ঠাবানদের জামা'ত দান করেছেন, যে জামা'ত তার কথা শুনেছে এবং তার ডাকে সাড়া দিয়েছে, ত্যাগ স্বীকার করেছে এবং কুরবানী দিয়েছে। এসব ত্যাগস্বীকার এবং কুরবানী সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন-

"আমাদের জামা'তের অনেক বড় একটি অংশ দরিদ্রশ্রেণী। তবুও খোদার প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ কারণ যদিও এটি গরীবদের একটি জামা'ত, তা সত্ত্বেও আমি দেখছি তাদের মাঝে নিষ্ঠা, আন্তরিকতা এবং সহানুভূতি রয়েছে। ইসলামের প্রয়োজনকে অনুধাবন করে যথাসাধ্য কুরবানী করতে তারা দ্বিধা করে না।"

(মালফুযাত, ৮ম খণ্ড, পৃ: ৩৯৩-৩৯৪, ১৯৮৫ সালে লন্ডন থেকে প্রকাশিত)

আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর নিজের প্রতিষ্ঠিত জামা'তের সদস্যদের শুধু তাঁর জীবদ্দশাতেই কুরবানী, নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততায় বৃদ্ধি করেন নি বরং আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় প্রতিশ্রুতি অনুসারে আজ থেকে প্রায় একশত ত্রিশ বছর পূর্বে যে জামা'ত প্রতিষ্ঠা করেছেন, সেই জামা'তে এমন ত্যাগ স্বীকারকারী নিষ্ঠাবান দান করে চলেছেন যারা ধর্মের জন্য নিজেদের সাধ্যানুসারে আর অনেক সময় নিজেদের সাধ্যের বাইরে গিয়ে কুরবানী করছেন। আর সেসব মানে উত্তীর্ণ হচ্ছেন আর সেইসব প্রতিশ্রুতি থেকে অংশ পাচ্ছেন যা আল্লাহ্ তা'লা কুরআন শরীফে দিয়েছেন। এই মান খোদার কৃপায় আজকে শুধু হযরত মসীহ মওউদ(আ.)-এর হাতে প্রতিষ্ঠিত এই জামা'তের মাঝেই চোখে পড়ে। বর্তমান যুগে এর কয়েকটি দৃষ্টান্ত আমি আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপন করছি। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা লোকদের ঘটনা যারা এই অঙ্গীকার রক্ষা করে চলেছেন যে, আমরা ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দিয়ে নিজেদের সম্পদ উৎসর্গ করার জন্য সবসময় প্রস্তুত আছি।

প্রথথে ক্যামেরুনের একটি ঘটনা উপস্থাপন করব। মুয়াল্লেম সাহেব লিখেন, পশ্চিমাঞ্চলের একটি জামা'ত মারতা-য় তাহরীকে জাদীদের চাঁদার জন্য যাই। সেখানকার প্রধান সাহাম ওসমান সাহেব গ্রামের লোকদের সমবেত করে বলেন, জামা'তের মুয়াল্লেম সাহেব তাহরীকে জাদীদের চাঁদার জন্য এসেছেন। আপনারা সকলে আর্থিক কুরবানীতে অংশ নিন। যেহেতু আজ থেকে দু'বছর পূর্বে আমি একা বা কোন কোন সময় দুই বা তিন ব্যক্তি আমার সাথে মসজিদে নামায পড়তো। কিন্তু যখন থেকে এই আহমদীয়া জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আর আমরা এ জামা'ত গ্রহণ করেছি তখন থেকে আমাদের মসজিদ নামাযীতে পূর্ণ হওয়া আরম্ভ হয়েছে। অনেক সময় মসজিদে নামাযীদের স্থান-সংকুলন না হওয়ার কারণে বাইরে নামায পড়তে হয়। তিনি বলেন, এই উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন শুধুমাত্র আহমদীয়া জামা'ত আসার কারণে হয়েছে। তাই জামা'তের প্রত্যেক আর্থিক তাহরীকে আমাদের অংশ গ্রহণ করা উচিত।

এই বিপ্লব যা আহমদীয়াতের মাধ্যমে আমাদের মাঝে সৃষ্টি হচ্ছে, এরা যে ইবাদতেও উন্নতি করছে আর আর্থিক কুরবানীতেও অগ্রগামী হচ্ছে- এই বিস্ময়কর বিপ্লব পুরোনো আহমদীদেরও দৃষ্টি আকর্ষণের কারণ হওয়া উচিত, যাদের ইবাদতের প্রতিও মনোযোগ কম আর আর্থিক অবস্থা ভালো হওয়া সত্ত্বেও আর্থিক কুরবানীর ক্ষেত্রে ঘাটতি রয়েছে।

এরপর ক্যামেরুনের একজন মুয়াল্লেম আবু বকর সাহেব বর্ণনা করেন, ক্যামেরুনের সবচেয়ে উত্তরাঞ্চলীয় জামা'ত ইয়াবু-তে তাহরীকে জাদীদের চাঁদার তাহরীক করতে যাই। ঘরে ঘরে গিয়ে নতুন বয়াতকারীদের চাঁদা দেওয়ার ব্যাপারে অনুপ্রাণিত করি, তখন এক আহমদী ওসমান সাহেব বলেন, আপনি গতবার যখন চাঁদার প্রেরণা সৃষ্টি করে ফিরে যান তখন আমি দশ হাজার ফ্রাঙ্ক সিফা দেওয়ার সঙ্কল্প করেছি আর ভুট্টাও দেব। এর কয়েকদিন পর আমার ছেলে বলে যে, সে কাস্টম বিভাগে চাকরির জন্য ইন্টারভিউ দিতে যাবে। কিন্তু এর জন্য অনেক বড় অঙ্কের টাকা প্রয়োজন। সেখানেও তৃতীয় বিশ্বের কোন কোন দেশের ন্যায় চাকরির জন্য কর্মকর্তাদেরকে টাকা দিতে হয়। আমি আমার পুত্রকে বলি যে, আমি তো দরিদ্র মানুষ, এত বড় অঙ্কের ব্যবস্থা আমি করতে পারবো না। আমার কাছে দশ হাজার ফ্রাঙ্ক সিফা আছে, আর এগুলো আমি তাহরীকে জাদীদে প্রদানের ওয়াদা করেছি। যাও চাকরির জন্য ইন্টারভিউ দাও, আল্লাহ্ তোমাকে সাহায্য করবেন। ওসমান সাহেব বলেন, আমি সেই টাকা চাঁদা হিসেবে দিয়ে দিই। এর কয়েকদিন পর আমার ছেলের ফোন আসে যে, আমি ইন্টারভিউতে পাশ পরেছি আর শীঘ্রই আমি চাকরি পাব। সেখানে আল্লাহ্ তা'লা কর্মকর্তাদের হৃদয়কে এমনভাবে ঘুরিয়েছেন যে, যারা অনেক টাকা দিয়েছে তারা চাকুরি পায় নি কিন্তু তার দোয়া, সদিচ্ছা এবং কুরবানীর কল্যাণে আল্লাহ্ তা'লা চাকুরির ব্যবস্থা করেছেন।

এরপর গ্যাম্বিয়ার আমীর সাহেব লিখেন, নিয়ামি জামা'তের একটি গ্রামে তাহরীকে জাদীদের বরাতে একটি অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়। তাতে বলা হয় যে, যুগ খলিফা বলেছেন, সকল নতুন বয়াতকারী যেন এই তাহরীকে অংশ নেয়। উপস্থিত সকলেই চাঁদা প্রদান করেন। কুজাবায় নামে এক ভদ্র মহিলা বলেন যে, মিটিং চলাকালে তিনি বিশ ডালাসি চাঁদা দিয়েছেন। তখন তার কাছে শুধু বিশ ডালাসিই ছিল যা তিনি দুঃসময়ের জন্য সঞ্চিত রেখেছিলেন। তিনি বলেন, যখন তিনি ঘরে পৌঁছলেন তখন তাদের এক মেহমান তাকে উপহারস্বরূপ পাঁচশত ডালাসি দেন। পরের দিন সকালে তিনি পুনরায় মসজিদে আসেন এবং আরও পঞ্চাশ ডালাসি চাঁদা হিসেবে দেন এবং বলেন, এই টাকা আমি নিছক চাঁদার কল্যাণে পেয়েছি। খোদা তা'লার ফেরত দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও তাদের ঈমান এবং বিশ্বাসের উন্নতির কারণ হয়। যদিও তিনি এই উদ্দেশ্য নিয়ে আর্থিক কুরবানী করেন নি যে, আল্লাহ্ তা'লা তাৎক্ষণিকভাবে তার টাকা ফেরত দেবেন বা তাৎক্ষণিকভাবে কিছু পেয়ে যাব। কিন্তু খোদা তা'লাও কাছে ঋণ রাখেন নি।

এরপর বেনিনের বহিকো অঞ্চলের মুবাল্লেগ সাহেব লিখেন, এই শহরে জামা'তের সেক্রেটারী মাল সাহেবের আয়ের উৎস ছিল তিন চাকার এক মোটর সাইকেল বা মোটর সাইকেল রিক্সা, যেটি চুরি হয়ে যায়। আফ্রিকায় সচরাচর যা চুরি হয়ে যায় তা ফিরে পাওয়া প্রায় অসম্ভব বিষয়। তার বন্ধুবান্ধব এসে চুরির কথা শুনে আক্ষেপ করতে থাকলে তিনি বলতেন, খোদা তা'লার প্রতি আমার পূর্ণ ভরসা রয়েছে (খোদার উপর তার তাওয়াক্কুল দেখুন)। আমি দরিদ্র মানুষ, এই মোটর সাইকেলের মাধ্যমে আয়-উপার্জন করি আর সন্তানসন্ততির লালন-পালন করি এবং যথা সময়ে চাঁদা দিই। কারও হয়তো আমার চেয়ে বেশি প্রয়োজন রয়েছে এটির। আল্লাহ্ তা'লা সাময়িকভাবে তার জন্য ব্যবস্থা করেছেন। সে নিজের চাহিদা মিটিয়ে ফেরত দিবে। মানুষ ভাবে, চুরির কারণে এই ব্যক্তির হৃদয়ে গভীর আঘাত পেয়েছেন এবং মানসিকভাবে তিনি প্রভাবিত হন। যাহোক দেশীয় আইনের দাবি পূরণের জন্য তিনি পুলিশের কাছে রিপোর্টও করে ঘরে বসে যান। দুই সপ্তাহ অতিক্রান্ত হতেই তার প্রতিবেশি, যে নিজেও রিক্সা চালায়, সে বেনিয়ো সাহেবকে ফোন করে (জানায়) যে, আপনার মোটর সাইকেল দেখেছি কিন্তু এর রং পরিবর্তন করে দেওয়া হয়েছে। তখন পুলিশকে অবহিত করা হয়। পুলিশ উভয় মালিককে কাগজ-পত্র নিয়ে থানায় আসার নির্দেশ দেয়। তদন্তে সেই ব্যক্তির কাগজ-পত্র ভুয়ো প্রমাণিত হয়। তখন সেই ব্যক্তিকে পুলিশ বলে, দু'দিনে মোটর সাইকেল মেরামত করিয়ে পূর্বে যে রং ছিল সেই রং করিয়ে মালিকের হাতে যেন সোপর্দ করে। এভাবে তিনি মোটর সাইকেল ফেরত পান। মোটর সাইকেল নিয়ে তিনি মিশন হাউজে আসেন আর পুরো ঘটনা শোনান। একই সাথে বলেন, আমার তাহরিকে জাদীদের

চাঁদা এখনো বাকি আছে। কাজের জন্য বের হচ্ছি, এক সপ্তাহে যা-ই আয় হবে, তা চাঁদা হিসেবে দিয়ে দিব কেননা চাঁদার কল্যাণেই আমি মোটর সাইকেল ফেরত পেয়েছি। তিনি এক সপ্তাহে বারো হাজার ফ্রাঙ্ক সিফা উপার্জন করে তাহরীকে জাদীদ খাতে তা প্রদান করেন। এটি খোদার উপর নির্ভরশীলতা এবং ঈমানের এক বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত।

ভারত থেকে তাহরীকে জাদীদের ইন্সপেক্টর শিহাব সাহেব লিখেন, জামা'তে আহমদীয়া চিন্তাগুনটা'র এক মেয়ে সোফিয়া বেগম নিজ ভাইয়ের মাধ্যমে সংবাদ পাঠান যে, আমি যখন খুব ছোট ছিলাম, তখন মায়ের সাথে জলসায় যেতাম আর আলেমদের বক্তৃতাদিতে শুনতাম যে, হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) যখন তাহরীকে জাদীদের ভিত্তি স্থাপন করেন আর এর জন্য আর্থিক কুরবানীর নসীহত করলে মহিলারা হুযূরের কাছে নিজেদের অলঙ্কারাদি উপস্থাপন করে। আমি যখনই এমন ঈমান উদ্দীপক ঘটনা শুনতাম আমার হৃদয়েও বাসনা হতো যে, আমার কাছে যদি গহনা থাকতো তাহলে আমি তাহরীকে জাদীদ খাতে চাঁদা দিতাম। কিন্তু দারিদ্রতার কারণে আমার জন্য এটি অসম্ভব ছিল। কিন্তু এখন আমার মায়ের মৃত্যুর পর দুই ভুরি স্বর্ণ উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছি। তা আমি উপস্থাপন করছি। কারণ আমি জানিনা যে এরপর আমার কাছে আর অলংকার থাকবে কি থাকবে না। তিনি অর্থাৎ ইন্সপেক্টর সাহেব বলেন যে, আমি তাকে বোঝালাম এবং অন্যরাও বোঝায় যে, আপনার বিয়ে হবে, গয়নার প্রয়োজন হবে। তিনি অনড় এবং অবিচল থেকে দুই ভুরি স্বর্ণের মূল্য যা দাঁড়ায় তা তাহরীকে জাদীদ খাতে প্রদান করেন। গত জুমু'আয় আমেরিকাতেও আমি বলেছি যে, গরিবরা আর্থিক ত্যাগ স্বীকার করছে কিন্তু সম্পদশালী, যারা স্বচ্ছল তাদের নিজেদের অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করা উচিত যে, তাদের কুরবানীর মান কী এমন যা সম্পর্কে আল্লাহ তা'লা বলেছেন যে, মান এমন হওয়া উচিত আর এরপর আল্লাহ্ তা'লা তা গ্রহণ করেন।

ভারত থেকেই কর্ণাটকের তাহরীকে জাদীদের ইন্সপেক্টর সাহেব লিখেন যে, 'এক বন্ধুর তাহরীকে জাদীদ খাতে আড়াই হাজার রুপি বাকি ছিল। তাকে বলা হয়, তাহরীকে জাদীদের বছর শেষ হতে মাত্র কয়েকদিন বাকি। তিনি বলেন যে, বৃষ্টির কারণে কাজ সম্পূর্ণভাবে বন্ধ। আয়-উপার্জনের কোন আশা নেই। আমি তাকে বললাম, আপনি চাঁদা প্রদানের স্থির সঙ্কল্প করুন আর আল্লাহর কাছে দোয়া করুন। এই বলে আমি অন্যত্র চলে যাই। সন্ধ্যা বেলা অন্যান্য স্থান পরিদর্শনের পর যখন ফিরে আসি, তিনি স্বয়ং মিশন হাউজে আসেন এবং তার পুরো চাঁদা প্রদান করেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এটি কীভাবে সম্ভব হলো? তিনি বলেন, এটি সঙ্কল্পেরই বরকত, চাঁদা দেওয়ার বরকত এবং খোদার কৃপা। আর আমি দোয়াও করেছি। এক ব্যক্তির কাছে আমার কিছু টাকা পাওনা ছিল। বেশ কয়েক মাস ধরে তার পেছনে ঘুরছিলাম কিন্তু কোনভাবেই সে দিচ্ছিল না। কিন্তু আজ সে হঠাৎ করে আমার ঘরে আসে আর টাকা ফেরত দেয়।

তানজানিয়া থেকে মোয়াল্লেম মূসা সাহেব লেখেন, দারুস সালাম জামা'তের খুবই নিবেদিত প্রাণ এক বন্ধু জামা'তের অফিসে কাজ করছেন। প্রত্যেক বছর তিনি তার নিজের এবং পরিবারের তাহরীকে জাদীদ এবং ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা রমজানের পূর্বেই পরিশোধের চেষ্টা করে থাকেন। কিন্তু এ বছর পারিবারিক অবস্থার কারণে তা পরিশোধ করতে পারেন নি। এ কারণে তিনি খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন এবং তিনি দোয়া করেন যেন আল্লাহ্ তা'লা তার জন্য কোন পথ বের করেন। ঈদের সময় জামা'তের পক্ষ থেকে যে ঈদী পান, জামা'তের কর্মীদের যে উপহার দেওয়া হয়, ভেবেছিলেন ঈদের সময় যা পাব সেই উপহার থেকে নিজের চাহিদা পূরণের পরিবর্তে চাঁদা দিয়ে দিব। তিনি হিসাব করে দেখেন যে, উপহারস্বরূপ ঈদের সময় যা পান তা পুরোটা দেওয়ার পরও কিছুটা বাকি ছিল। তখন তিনি আল্লাহ তা'লার দরবারে দোয়া করেন যে, হে আল্লাহ্! কোন স্থান থেকে এমন ব্যবস্থা কর যেন আমি আমার ওয়াদা অনুসারে চাঁদা দিতে পারি। দেখা যায় যে, এবার তিনি যে ঈদী পেয়েছেন তা ছিল সেই টাকার চেয়ে বেশি যা তিনি সচরাচর পেয়ে থাকেন। এভাবে চাঁদা প্রদানের যত ওয়াদা ছিল তিনি তার ওয়াদার পুরোটাই রক্ষা করেন।

মস্কো থেকে মুবাল্লেগ রিজভী সাহেব লিখেন, একজন নতুন বয়াতকারী বন্ধু দাদম সাহেব রশিয়ার অনগ্রসর এলাকা বোরিয়াতীয়ার অধিবাসী। ২০১৭ সনে তিনি আহমদীয়ত গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন। এবছর মার্চে তিনি এক মাসের জন্য মস্কো আসেন আহমদী ভাইদের সাথে সাক্ষাত এবং তালিমী ও তরবিয়তী দিক থেকে লাভবান হওয়ার উদ্দেশ্যে। তিনি দরিদ্র পরিবারের সদস্য ছিলেন। আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণে অনেক সময় কঠিন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে অতিক্রম করতে হয়। মস্কোতে অবস্থানকালে নামাযে এশা আদায়ের পর আলোচনাকালে জামা'তের অর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং এ সম্পর্কিত কল্যাণ সম্পর্কে তাকে অবহিত করা হয় আর কিছু চাঁদা দেওয়ারও তাহরীক করা হয়। তার সীমিত সাধ্য এবং আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণে ধারনা এটিই ছিল যে, তিনি পঞ্চাশ রুবলও যদি চাঁদা হিসেবে দিয়ে দেন তবে এটি অনেক বড় এক কুরবানী হবে। পরের দিন সকালে তাহরীকে জাদীদ এবং ওয়াকফে জাদীদ খাতে তিনি দুই হাজার রুবল প্রদান করেন। তিনি বলেন, এগুলো আমার পক্ষ থেকে চাঁদা হিসেবে গ্রহণ করুন। এরপর বারংবার আক্ষেপ করতে থাকেন যে, পূর্বে কেন চাঁদা দিই নি, কেন এত দেরি করলাম অথচ আমা আহমদীয়াত গ্রহণ করা বছর পেরিয়ে গেছে। মুবাল্লেগ সাহেব বলেন, তার অবস্থার নিরিখে এটি অনেক বড় একটি কুরবানী ছিল।

অতএব এ হলো কুরবানীর মান আর এদের সম্পর্কেই হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন যে, এদের নিষ্ঠা এবং বিশ্বস্ততা দেখে আশ্চর্য হতে হয়।

(মালফুযাত, ১০ম খণ্ড, পৃ: ৩৩৪, ১৯৮৫ সালে লন্ডন থেকে প্রকাশিত)

মস্কো থেকে জামা'তের মুবাল্লেগ আরও লিখেন, মস্কোর এক সদস্য দীর্ঘদিন থেকে বিভিন্ন বিভাগে চাকুরি করে আসছেন। আজকাল যেখানে চাকরি করছেন তার সম্পর্কে তিনি বলেন যে, এখানে ইন্টারভিউ দিতে গিয়ে মালিক আমাদেরকে বলে যে, আমাদের এখানে বেতন কখনো বাড়ানো হয় না। যে বেতন পাবে তাতেই সবসময় চলতে হবে। তাই এই বেতন যদি ঠিক মনে হয় চাকরি গ্রহণ করুন নতুবা বাদ দিন। তিনি বলেন, আমি চাকরি গ্রহণ করে চাকরিতে যোগ দিই। কিছুদিন পর তাহরীকে জাদীদ এবং ওয়াকফে জাদীদের তাহরীক সম্পর্কে জামা'তের পক্ষ থেকে প্রেরণা জোগানো হয়। এসব তাহরীকে আমি রীতিমত চাঁদা দেওয়া আরম্ভ করি। কিছুদিনের মাঝেই এ প্রতিষ্ঠানের কর্ম-ব্যবস্থাপকরা আমাকে ডেকে বাহ্যতঃ কোন কারণ ছাড়াই আমার বেতন পাঁচ হাজার রুবলের সাথে আরও পাঁচ হাজার রুবল বৃদ্ধি করে দশ হাজার করা হয়। এর কিছুদিন পর পুনরায় ডাকে এবং আরও দু'হাজার রুবল বৃদ্ধি করে। তিনি বলেন, তখন আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, এসব কিছু নিছক খোদার পথে আর্থিক কুরবানীর ফসল, নতুবা বাহ্যতঃ এর কোন কারণ চোখে পড়ে না। আমি যখন কোন অ-আহমদীকে এ সম্পর্কে বলার চেষ্টা করি তখন তারা বোঝার চেষ্টা করে না। কিন্তু ইমাম মাহদী (আ.)-কে মান্যকারীরা খুব ভালোভাবে বোঝে যে, আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় অনুগ্রহে কোন জাগতিক কারণ ছাড়াই তাঁর পথে ত্যাগ স্বীকারের ফলেই এই আশিস দান করেছেন।

বেনিনের আলাডা অঞ্চলের মুবাল্লেগ সাহেব লিখেন, এই অঞ্চলের একটি জামা'ত হলো ফানজি, যেখানে আল্লাহ্ তা'লার ফযলে জামা'তের মসজিদও নির্মিত হয়েছে। এখানকার জামা'তের প্রেসিডেন্ট সাহেব হলেন একজন পেশায় কামার। তাহরীকে জাদীদের চাঁদার ক্ষেত্রে উদ্দীপনার সাথে অংশ নেওয়ার ব্যাপারে তাকে উৎসাহিত করা হয়। তিনি পূর্বের চেয়ে বেশি চাঁদা দেওয়ার ওয়াদা লিখিয়েছেন কিন্তু বলেন, এখন কাজ না থাকার কারণে কিছুটা অস্বচ্ছলতা রয়েছে। এরপর প্রেসিডেন্ট সাহেবের ফোন আসে যে, আমি দশ হাজার ফ্রাঙ্ক সিফা চাঁদা প্রদান করব, রশিদ কেটে দিন। আল্লাহ তা'লা এই ওয়াদা লেখানোর পর তাকে কৃপাধন্য করেন। তিনি বলেন যে, আমি ওয়াদা করেছিলাম এখন আমি কাজ পেয়েছি আর দশ হাজার ফ্রাঙ্ক সিফা চাঁদা দিতে আসছি। এ চাঁদা আদায়ের পনেরো দিন পর আবার তার ফোন আসে যে, খোদার অনেক বেশি অনুগ্রহ হয়েছে আর এত বেশি হয়েছে যে, বুঝতে পারছি না যে, যথা সময়ে কাজ শেষ করতে পারবো কি না। অনেক বড় কাজ পেয়েছেন আর এটি শুধু খোদার পথে আর্থিক ত্যাগ স্বীকারেরই ফসল। বলা যায় এখানে খোদা তা'লা নিজ প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বেশ কয়েকগুণ বেশি দান করছেন আর তাৎক্ষণিকভাবে দান করছেন।

মালি থেকে জামাতের সিগো অঞ্চলের মুবাল্লেগ বলেন, একদিন এক দৃষ্টিশক্তিহীন মহিলা চাঁদা পাঠিয়েছেন এবং একই সাথে এই বার্তা পাঠিয়েছেন যে, ভবিষ্যতে তিনি প্রত্যেক মাসে নিজের চাঁদা মিশন হাউসে পাঠাবেন। তাকে কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, (দেখুন আল্লাহ তা'লা অধিক দানে ধন্য করার জন্য নিজেই কুরবানীর প্রতি অনেকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করেন।) দু'দিন পূর্বে আমি স্বপ্নে দেখেছি, আমি স্বপ্নেই ঘুমাচ্ছিলাম, হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) আমাকে জাগিয়ে চাঁদা দেওয়ার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেন। আমি স্বপ্নেই স্বয়ং মিশন হাউসে যাই আর পাঁচ হাজার সিফা চাঁদা প্রদান করি। এরপর আমার ঘুম ভেঙ্গে যায়।

বুরকিনাফাসো থেকে মুবাল্লেগ মুবারক মুনীর সাহেব লিখেন, পিগো জামাতের একজন একনিষ্ঠ আহমদী আলহাজ্জ ইব্রাহীম সাহেবের দুই সন্তান কিছুদিন থেকে অসুস্থ। অনেক চিকিৎসা করিয়েছেন কিন্তু কোন উন্নতি হচ্ছিল না। একদিন আমাদের মুয়াল্লেম সাহেব তাকে আর্থিক কুরবানীর বিষয়ে অনুপ্রাণিত করেন আর তিনি নিজ সাধ্যানুসারে চাঁদা দেন এবং দোয়া করেন যে, হে আল্লাহ! আমার এই আর্থিক কুরবানী গ্রহণ কর, আমার সন্তানদের তুমি সত্বর আরোগ্য দান কর। তিনি বলেন, কয়েকদিন পরেই আল্লাহ তা'লার ফযলে তার সন্তানদের স্বাস্থ্যের অনেকটা উন্নতি হতে থাকে। তার এক পুত্র সম্পূর্ণভাবে সুস্থ হয়ে যায় আর দ্বিতীয় সন্তানেরও স্বাস্থ্যের অনেক উন্নতি হয়। তার দৃঢ় বিশ্বাস, তার কুরবানী গ্রহণ করে আল্লাহ তা'লা তাদেরকে এই বরকত দান করেছেন।

বুরকিনাফাসোর বোবো শহরের সেক্রেটারী ওসিয়্যত সাহেব বলেন, আমি প্রত্যেক মাসেই ওসিয়্যতের চাঁদা দিতাম কিন্তু তাহরীকে জাদীদ ও ওয়াকফে জাদীদ খাতে কখনো কখনো বিলম্ব হয়ে যেত। একবার আমার খুতবা শুনার পর তার হৃদয়ে ধারণা জাগে যে, বছর শেষ হওয়ার পূর্বেই কেন সব চাঁদা পরিশোধ করি না। চাঁদা পরিশোধ করার পর এক রাতে তিনি স্বপ্ন দেখেন, এক শুভ্র পোষাক পরিহিত ব্যক্তি তাকে একটি চাবি দিচ্ছেন। তিনি বলেন, তখন তো স্বপ্নের অর্থ বুঝি নি কিন্তু কয়েকদিন পর আমার ভাইয়ের পক্ষ থেকে সংবাদ আসে যে, আপনি হজ্জের প্রস্তুতি নিন আমি পুরো ব্যায়ভার বহন করবো। এভাবে আর্থিক কুরবানীর ফলে আল্লাহ তা'লা হজ্জের সৌভাগ্য দিয়েছেন।

জার্মানীর তাহরীকে জাদীদের সেক্রেটারী সাহেব লিখেন, বোর্কন জামা'তের এক বন্ধু তাহরীকে জাদীদের চাঁদার খাতে নয় শত ইউরো বৃদ্ধি করেছেন। এই বন্ধু বলেন, আমি যেদিন ওয়াদা করেছি তার পরের দিনই যখন আমি খামারে যাই মালিক বলেন, আমি তোমার বেতন একশত ইউরো বৃদ্ধি করেছি। ফেব্রুয়ারি থেকে অক্টোবর পর্যন্ত হিসাব করে দেখা যায় পুরো নয়শত ইউরো দাঁড়ায়। এই বন্ধু নিজেই বলছিলেন যে, আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, আল্লাহ্ তা'লা নিজেই ব্যবস্থা করবেন কিন্তু এটি জানতাম না আল্লাহ্ তা'লা ২৪ ঘণ্টা অতিবাহিত হবার পূর্বেই ব্যবস্থা করে দিবেন।

জার্মানীর সেক্রেটারী তাহরীকে জাদীদ বর্ণনা করেন, এক বন্ধু তার অভিবাসন/শরণার্থী সংক্রান্ত মামলার কারণে সমস্যায় জর্জরিত ছিলেন। তাকে আর্থিক কুরবানীর এবং তাহরীকে জাদীদের চাঁদার বিষয়ে অনুপ্রাণিত করা হয়। কয়েকদিন পর সেই বন্ধুর সাথে দেখা হলে তিনি বলেন, তাহরীকে জাদীদ চাঁদার প্রতি আপনি এভাবে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। আমি একশত ইউরো দেওয়ার ওয়াদা করেছিলাম। তখন আমার কাছে শুধু বিশ ইউরো ছিল আর আমি সেই বিশ ইউরো তখনই চাঁদা হিসাবে দিয়ে বাড়ি চলে যাই। বাড়িতে পৌছার পর তার কর্মস্থান থেকে ফোন আসে যে, তোমার কিছু পয়সা পাওনা আছে, এসে নিয়ে যাও। আমার ধারণা ছিল তিনশত বা চারশত ইউরো পাবো। কিন্তু সেখান থেকে যে পয়সা পেয়েছি আমি না গুণেই পকেটে রেখে দিই। সর্বপ্রথম তাহরীকে জাদীদের অবশিষ্ট আশি ইউরো প্রদান করি। এরপর বাকি প্রয়োজন পূরণের জন্য পয়সা বের করি। এরপরও কিছু অর্থ বেঁচে যায়। পরে হিসাব করে দেখি, সেখান থেকে আমি পুরো এক হাজার ইউরো পেয়েছিলাম। তিনি বলেন, একশত ইউরো প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, আল্লাহ্তা'লা এর বিনিময়ে দশগুণ বেশি ফেরত দিয়েছেন। পূর্বে এমন ঘটনা শুনতাম আর ভাবতাম আল্লাহ তা'লা কি সত্যিই বান্দাদের সাথে এমন ব্যবহার করেন? কিন্তু এখন আমার নিজেরই এই অভিজ্ঞতা হলো।

আইভোরি কোস্টের মুবাল্লেগ সাহেব লিখেন যে, তাহরীকে জাদীদের চাঁদার জন্য এক জায়গায় যাই। এটি নতুন বয়াতকারী জামা'ত। এক বছর পূর্বেই তারা সবাই বয়আত করে জামা'তভুক্ত হয়েছে। এ গ্রামে তাহরীকে জাদীদের গুরুত্ব সম্পর্কে বক্তৃতা করা হয় এবং এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তুলে ধরা হয় এবং একই সাথে বলা হয় যে, খলীফাতুল মসীহ্ বলেছেন, সবাই যেন এই আশিসময় সেবায় অংশ নেয়। পরের দিন ফজরের নামাযের পর বন্ধুরা নিজ নিজ সাধ্যানুসারে চাঁদা দেওয়া আরম্ভ করে। মসজিদের ইমাম সাহেবও এই পুণ্যকর্মে অংশ নেন। আর তার নিজের পরিবারের পক্ষ থেকেও তাহরীকে জাদীদ খাতে চাঁদা প্রদান করেন। এরপর তার ছয় বছরের ছেলে তার পিতার কাছ থেকে একশত ফ্রাঙ্ক সিফা নিয়ে এসে বলে, এটি আমার চাঁদা। তিনি বলেন, এই শিশুর এই ভঙ্গি দেখে বড় বাৎসল্যবোধ জাগে যে, এই শিশু বয়সে আর্থিক কুরবানীর কতই না গভীর আগ্রহ। আল্লাহ্তা'লা এসব নতুন বয়আতকারীদের আর্থিক কুরবানীকে গ্রহণযোগ্যতার মর্যাদা দিন এবং ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণে ভূষিত করুন।

হযরত মসীহ্ ম ওউদ (আ.) এক জায়গায় উল্লেখ করেন যে, একবার এক মৌলভী মসজিদে আর্থিক কুরবানীর বিষয়ে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে। সেখানে তার স্ত্রীও বসে ছিল। তার ওপর মৌলভীর বক্তব্যের গভীর প্রভাব পড়ে। বাড়ি এসে সেও এই উদ্দেশ্যে নিজের অলংকার খুলে মসজিদের জন্য দিয়ে দেয়। এটি দেখে মৌলভী বলে, এই বক্তৃতা শুধু মানুষের জন্য ছিল, তোমার জন্য নয়। তোমাকে এই ত্যাগ স্বীকার করতে হবে না। (মালফুযাত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ২৬৪-২৬৫)

কিন্তু হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যে জামা'ত গঠন করেছেন এই জামা'তের মৌলভী নিজে এবং তার সন্তানরাও উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে আর্থিক কুরবানীতে অংশ নিচ্ছেন।

ইন্দোনেশিয়ার একটি দৃষ্টান্ত রয়েছে। সুফিয়া নামে সেখানকার এক ভদ্র মহিলা লিখছেন যে, '২০১৪ সনে খ্রিষ্ট ধর্ম থেকে আমি আহমদীয়াত গ্রহণ করেছি। বয়আতের পর আমার খ্রিষ্টান পরিবারের পক্ষ থেকে বিরোধিতা আরম্ভ হয়, আমাকে গালি দেওয়া হতো, অপমান-অপদস্ত করা হতো। পরিবারের লোকেরা মনে করত আমি আর তাদের পরিবারের অংশ নই। কিন্তু জামা'ত আমাকে গভীর ভালোবাসা ও স্নেহ দিয়েছে। আমার বিয়েও হয় এক আহমদীর সাথে। কিছুদিন পর আমার স্বামীর গাড়ি দুর্ঘটনা হয়। তার বাম পায়ের হাড় ভেঙে যায়। তখন আমি চার মাসের অন্তঃসত্তা ছিলাম। তাহরীকে জাদীদের নতুন বছরও তখন আরম্ভ হচ্ছিল। আমি আমার স্বামীকে তার ওয়াদার কথা জিজ্ঞেস করি। তিনি দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে বলেন, পাঁচ লক্ষ ইন্দোনেশিয়ান রুপি লিখিয়ে দাও, কেননা আগামী বছর আমি চাকরী পেয়ে যাব। ইন্দোনেশিয়ান রুপির মূল্যমান খুবই কম। যাহোক সেখানে বসবাসকারীদের জন্য এটি অনেক বড় অংক ছিল। সেই ভদ্রমহিলা বলেন, আমি আশ্চর্য হই, নিজে লাঠির ওপর ভর করে চলাফেরা করছেন, চাকরি কিভাবে পাবেন? যাহোক তার নির্দেশ অনুসারে আমি ওয়াদা লিখিয়ে দিই। সময় দ্রুত কেটে যায় বুঝে উঠতে পারি নি বছর শেষ হতে যাচ্ছিল। গভীর দুশ্চিন্তা হয়, স্বামীর আয় উপার্জন নেই, চাঁদা কোত্থেকে দিবেন। এমন দুশ্চিন্তার মাঝে দোয়া করি আর আল্লাহ তা'লা স্বীয় শক্তিমত্তা প্রদর্শন করেন। আমার স্বামী এক প্রাইভেট কোম্পানিতে ভালো চাকরি পান আর ওয়াদা অনুসারে আমরা শতভাগ চাঁদা প্রদান করি।

ইন্দোনেশিয়া থেকে এক ভদ্রমহিলা ওয়ারদি সাহেবা লিখেন, গত রমযানে আমাদের পরিবার এক সমস্যায় জর্জরিত ছিল। আমার শ্বশুর অসুস্থ হয়ে পড়েন, তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। একমাস পর্যন্ত হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। তার অবস্থা এতটা খারাপ হয়ে যায় যে, ইন্টেন্সিভ কেয়ারে (ICU) ভর্তি হতে হয়। বাঁচার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ ছিল। তখন নামাযে হুযূরের তাহরীকে জাদীদের কল্যাণ সম্পর্কিত খুতবার কথা মনে পড়ে। পরিবারের সব সদস্য সম্মিলিতভাবে সিদ্ধান্ত নেয় যে, আমরা সবাই এ বছর রমযান মাসে তাহরীকে জাদীদের শতভাগ চাঁদা পরিশোধ করবো। আর কার্যত শতভাগ চাঁদাই তারা পরিশোধ করেন আর আমাকেও দোয়ার জন্য লিখেন। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আর আর্থিক ত্যাগের ফলে আমার শ্বশুরের স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটতে থাকে। কয়েকদিন পর ডাক্তার তাকে ঘরে যাওয়ার অনুমতি দেন। ঘরে গিয়ে যখন প্রতিবেশীরা জানতে পারে যে, তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেছেন তখন

তারা আশ্চর্য হয় যে, এটি কীভাবে সম্ভব হলো, এত ভয়াবহ রোগের ফলে মৃত্যু মুখে পতিত ব্যক্তি কীভাবে ফিরে এল!

যুক্তরাজ্য থেকে বার্মিংহাম সেন্ট্রাল জামা'তের প্রেসিডেন্ট সাহেব লিখেন, আমরা তাহরীকে জাদীদের টার্গেটের চেয়ে পনেরো শত পাউন্ড পিছিয়েছিলাম। মাত্র কয়েক ঘন্টা বাকি ছিল বছরের সময় শেষ হওয়ার। বিভিন্ন বন্ধুকে আহ্বান করা হয়, এক বন্ধু যিনি পূর্বে ২৪ শত পাউন্ড দিয়েছিলেন, তিনি বলেন যে, তিনি আরো পনেরো শত পাউন্ড প্রদান করবেন। সেই বন্ধু তখন দেশের বাইরে ছিলেন আর ইন্টারনেটের মাধ্যমে অনলাইনে পনেরো শত পাউন্ড প্রদান করেন। যেদিন তিনি পনেরো শত পাউন্ড প্রদান করেন, ঠিক তার পরের দিনই কর বিভাগ থেকে তিনি ছয় হাজার পাউন্ড ফেরত পান। আল্লাহ তা'লা এখানে তাৎক্ষণিকভাবে চারগুণ বৃদ্ধি করে ফেরত দিয়েছেন।

গরীবদের আর্থিক কুরবানী কেমন আর খোদার আশ্চর্যজনক আচরণ কেমন, এ সম্পর্কে বরুন্ডির মুবাল্লেগ সাহেব লিখেন, গতবছর আমরা নতুন জামা'ত গাহাঙ্গার সফর করি। সেখানকার এক নতুন বয়াতকারী বন্ধু মাসুদি সাহেবকে চাঁদার গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত করি এবং তাকে চাঁদা দেওয়ার কথা বলি। মাসুদি সাহেব বলেন, আমার কাছে এখন তো কিছুই নেই। কিন্তু আমাদের বাড়িতে একটি ফলদায়ী বৃক্ষ রয়েছে, এর ফল বিক্রি করে আমি চাঁদা দিব। পুরোনো যুগে যে কুরবানী করা হতো এখনও এর দৃষ্টান্ত দেখা যায়। তিনি বলেন, দু'একদিনের ভেতর তিনি সেই গাছের ফল একহাজার বরুন্ডি ফ্রাঙ্কে বিক্রি করেন আর পুরো টাকা চাঁদা দিয়ে দেন। পরে তিনি বলেন, আমি ফল বিক্রি করে চাঁদা দেওয়ার ফলে অনেক বরকত হয়েছে। এ গাছে এখন পূর্বের চেয়ে বেশ কয়েকগুণ ফল ধরেছে। যা চল্লিশ থেকে পয়তাল্লিশ হাজার বরুন্ডি ফ্রাঙ্কে বিক্রি হয়।

কঙ্গো ব্রাসবিলে মোয়াল্লেম সাহেব লিখছেন, এক বন্ধু মোয়াবেলি সাহেবের সন্তান বেশ কিছুদিন থেকে অসুস্থ ছিল। তার কাছে যখন চাঁদার জন্য যাওয়া হয় তিনি চাঁদা দিয়ে দেন। একই সাথে দোয়া করেন, হে আল্লাহ! এই চাঁদার বরকতে আমার সন্তানকে আরোগ্য দান কর। সেই বন্ধু বলেন, এর কয়েকদিন পরেই আমার ছেলের স্বাস্থ্য বহাল হয় আর আমি নিজে আশ্চর্য হই যে, কিভাবে আমাদের খোদা দোয়া গ্রহণ করেন। আর আমাদের তুচ্ছ কুরবানী গ্রহণ করেন।

কানাডার লাজনার সেক্রেটারী তাহরীকে জাদীদ লিখেন, এক বোন বলেন, তার স্বামী তাহরীকে জাদীদ খাতে এক হাজার ডলার দেওয়ার ওয়াদা করেন। কিন্তু বেশ কিছুদিন ধরে তিনি কর্মহীন ছিলেন, তাই চাঁদা পরিশোধ করা সম্ভব হয় নি। বছর শেষ হতে মাত্র এক সপ্তাহ বাকি ছিল। সেক্রেটারী মাল সাহেব তার ঘরে চাঁদার জন্য যান। তার স্বামী ভেতরে গিয়ে স্ত্রীকে বলেন আমার কাছে তো কিছুই নেই, কী করবো? এতে স্ত্রী বলেন, তাকে খালি হাতে তো ফেরত পাঠানো সম্ভব নয়। তার কাছে সঞ্চয়ের একহাজার ডলার ছিল, তা তিনি চাঁদা হিসাবে দিয়ে দেন। চাঁদার বরকতে এক মাসের মধ্যেই তার স্বামীর মাসিক ৭ হাজার ডলার বেতনের চাকরি হয়।

আইভরিকোস্ট-এর মুবাল্লেগ সাহেব লিখেন, সানপেদ্রোর এক তিফল (বালক)-এর বয়স মাত্র ১৪ বছর। সেই ছেলের পিতা বলেন, রবিবার আমি আমার পুত্রকে ঘরের কোন কাজের জন্য বললে ছেলে উত্তর দেয় যে, আমি আতফালুল আহমদীয়ার আমেলায় সেক্রেটারী মাল হিসেবে চাঁদা সংগ্রহ করি অথচ আমি নিজের চাঁদা-ই এখন পর্যন্ত দিইনি। সপ্তাহের অন্যান্য দিন যেহেতু স্কুলে যেতে হয় তাই আজ কারো ক্ষেতে আমি কাজ করতে চাই, কোন মজদুরী বা শ্রমিকের কাজ করব যেন যে পয়সা পাব তা দিয়ে চাঁদা পরিশোধ করতে পারি। তখন তার পিতা ছেলেকে বলেন যে, আমি তোমার পক্ষ থেকে চাঁদা দিয়ে দিচ্ছি। তার ছেলে উত্তর দেয় যে, মুরব্বী সাহেব বলেছেন, আতফালদের নিজেদের পকেট খরচ থেকে চাঁদা দেওয়া উচিত। এবার আমি আমার পকেট খরচ থেকে চাঁদা দিতে পারি নি। তাই আজকে মজদুরী করতে চাই যেন যে টাকা পাব তা দিয়ে চাঁদা পরিশোধ করতে পারি। অতএব সে কাজ করে এবং সেই টাকা দিয়ে চাঁদা পরিশোধ করে। সুতরাং প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসকারী শিশু এবং নতুন বয়আতকারীদের মাঝে আল্লাহ্ তা'লা এরূপ চিন্তা-চেতনা সৃষ্টি করছেন।

জার্মানীর ন্যাশনাল সেক্রেটারী তাহরীকে জাদীদ বলেন যে, কিল জামা'তের এক ভদ্রমহিলা বলেন, আমার মা পাকিস্তানের কালসিয়াঁ ভাট্টিয়াঁর স্কুল শিক্ষিকা ছিলেন। অনেক বেশি আর্থিক কুরবানী করতেন। যখন ঈদ আসত প্রায়শঃ অন্যান্য ছেলে মেয়েরা নতুন কাপড় পেত, কিন্তু আমার মা চেষ্টা করতেন রমজানে তাহরীকে জাদীদের শত ভাগ চাঁদা দিয়ে দোয়ার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার। প্রায় সময় ঋণ নিয়ে চাঁদা প্রদান করতেন। আর এরপর ঋণ পরিশোধে ব্যস্ত থাকতেন। স্পেনের মসজিদ বাশারতের জন্য যখন তাহরীক করা হয় তখন তিনি তার কানের দুল উপস্থাপন করেন যা তার একমাত্র অলঙ্কার ছিল। এ কারণে শ্বশুর বাড়ির পক্ষ থেকেও তাকে অনেক কথা শুনতে হয়েছে। এই ভদ্র মহিলা বলেন যে, তখন আমার শৈশব ছিল। আমি মনে করতাম যে, এভাবে নিজেকে কষ্টের মুখে ঠেলে দিয়ে আর্থিক কুরবানী করা সঠিক নয়। আর এই দৃষ্টিভঙ্গি আমার মনে বদ্ধমূল হয়েছিল। গত বছর তাহরীকে জাদীদের প্রেক্ষাপটে যখন তাহরীক করা হয় তখন আমি ভাবলাম যে, আমি আমার মায়ের মতো করবো না, যিনি এমন তাহরীকের সময় সবকিছু দিয়ে দিতেন। বাহ্যতঃ আমি বুদ্ধিমত্তা প্রদর্শন করে ৩০ বা ৩৫ ইউরো ওয়াদা করি। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'লা যে আচরণ করেছেন তা হলো, এর স্বল্পকাল পরেই আমার ঘাড়ে দুটো টিউমার বের হয়। আমি খুব ভয় পেয়ে যাই। ডাক্তার অপারেশন প্রস্তাব করে। সেই আমার না ভাল লাগত গয়না আর না ভালো লাগতো কাপড়। তিনি বলেন, একদিন আমি হুযূরের একটি খুতবা শুনি যাতে মহিলাদের আর্থিক কুরবানীর কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। খলীফায়ে ওয়াক্তের খুতবা শুনে আমার হৃদয়ে এই ধারণার উদ্রেক হয় যে, আমি আমার সমস্ত গয়না ও অলঙ্কার তাহরীকে জাদীদ খাতে প্রদান করব। এরপর আমি এর মূল্য নির্ধারণ করে তা দিয়ে দিই। এর কিছুদিন পর আমি আবার ডাক্তারের কাছে যাই। ডাক্তার বলে যে, এই টিউমারগুলো ক্ষতিকর নয়। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে এই ভীতি থেকে মুক্তি দান করেন। আমি বুঝতে পেরেছি যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে আমার অহংকারপ্রসূত দৃষ্টিভঙ্গির জন্য শাস্তি দিয়েছেন। এখন আমার হৃদয়ে এমন কোন কুধারণা নেই। একটি হোটেলে কাজ করার কারণে আমার স্বামীর চাঁদা দেওয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা ছিল। আমি আল্লাহ্র কাছে দোয়া করি যে, আল্লাহ্ তা'লা যদি আমার স্বামীর জন্য ভালো জীবন জীবিকার ব্যবস্থা করেন তাহলে আমি তাহরীকে জাদীদ খাতে পাঁচশত ইউরো প্রদান করবো। আল্লাহ্ তা'লা নিদর্শনমূলকভাবে আমার স্বামীর ভালো কাজের ব্যবস্থা করেন। এখন উভয় স্বামী স্ত্রী চাঁদা দেন।

লাহোরের লাজনার সেক্রেটারী তাহরীকে জাদীদ লিখেন যে, ওয়াপদা টাউনের এক সদস্যা দেড় বছর যাবৎ ভয়াবহ শ্বাসকষ্টে ভুগছিলেন। কেন্দ্রীয় প্রতিনিধির সফরকালে তিনি তাহরীকে জাদীদের চাঁদা পঞ্চাশ হাজার বৃদ্ধি করেন। আল্লাহ্ তা'লা তার ওপর অনুগ্রহ করেছেন। চিকিৎসা সত্ত্বেও যে রোগের বারবার আক্রমণ হত, সেই অবস্থা সম্পূর্ণভাবে বদলে যায়। বছর শেষে তিনি পুরোপুরি সুস্থ হয়ে যান।

গাম্বিয়ার আমীর সাহেব লিখেন, পূর্ব জেলার এক গ্রাম জাররা-এর এক বন্ধু রীতিমত তাহরীকে জাদীদ খাতে চাঁদা দিতেন। সম্প্রতি তাদের গ্রামে গবাদি পশুর মহামারি ছড়িয়ে পড়ে, যার ফলে গ্রামের পশু মারা যেতে আরম্ভ করে আর প্রায় সকলেরই গবাদি পশু মারা যায়। সাম্বা সাহেবের একটি পশুও মারা যায়নি। গ্রামবাসীরা জিজ্ঞেস করে যে, তোমার কোন পশু না মারা যাওয়ার কারণ কী? তিনি বলেন, আমি প্রত্যেক বছর আমার গবাদি পশুর একটি বিক্রি করে চাঁদা দিই। আর এর কল্যাণে আল্লাহ্ তা'লা আমার গবাদি পশুকে রোগ-ব্যাধি থেকে মুক্ত রেখেছেন। তখন গ্রামের অন্য সাত বন্ধু, যারা আহমদী ছিল, তাহরীকে জাদীদের চাঁদা প্রদান করে । তারা দেখে যে, তাদের গবাদি পশুর স্বাস্থ্যও উত্তরোত্তর ভালো হতে থাকে। অথচ পশু চিকিৎসক বলেছিল যে, কোন প্রাণীই এই রোগ থেকে রেহাই পাবে না। কয়েকদিন পর ভেটেরনারী ডাক্তার যখন পুনরায় আসে আর বিভিন্ন প্রাণী পরীক্ষা নিরীক্ষা করে তখন জিজ্ঞেস করে যে, তোমরা গবাদি পশুর কী চিকিৎসা করেছ যার ফলে এগুলো সুস্থ হয়ে উঠেছে? তখন গ্রামের এক বৃদ্ধা চাঁদার রশিদ নিয়ে আসে এবং বলে যে, এটিই আমাদের চিকিৎসা পদ্ধতি। ডাক্তার আশ্চর্য হয়ে যায়। আর বলে যে, তিনিও আহমদীয়া জামাত সম্পর্কে গবেষণা করবেন। তাকে জামাতের অনেক বই-পুস্তক দেওয়া হয়।

পৃথিবীর প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসকারী লোকদের মাঝেও দেখুন ঈমান ও নিষ্ঠা কীভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে! আর তাদের এই নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা,

খোদার ওপর ভরসা এবং তাঁর প্রতিশ্রুতিতে এই বিশ্বাস অন্যদেরও ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে ভাবতে বাধ্য করছে। আল্লাহ্ তা'লা তাদের সবার ঈমান এবং বিশ্বাস ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি করুন এবং সবসময় তাদের ওপর যেন তাঁর স্নেহদৃষ্টি থাকে।

খোদা তা'লার ফযল ও কৃপারাজি সংক্রান্ত এই সমস্ত ঘটনাবলী বর্ণনা করার পর নভেম্বরের প্রারম্ভে যেভাবে তাহরীকে জাদীদের নববর্ষের ঘোষণা করা হয়, আমি নববর্ষের ঘোষণা দিতে গিয়ে গত বছরের কিছু পরিসংখ্যান তুলে ধরছি। এ বছর অর্থাৎ পহেলা নভেম্বর থেকে তাহরীকে জাদীদের ৮৫তম বছরের সূচনা হয়েছে। ৮৪তম বছরে আল্লাহ্ তা'লার যে কৃপারাজি বর্ষিত হয়েছে তা প্রাপ্ত রিপোর্ট অনুসারে এ বছর আল্লাহ্ তা'লা নিষ্ঠাবানদেরকে ১২.৭৯ মিলিয়নের বেশি পাউন্ড কুরবানী করার তৌফিক দিয়েছেন। অর্থাৎ এক কোটি ২৭ লক্ষ ৯৩ হাজার পাউন্ড এটি। আর গত বছরের তুলনায় আল্লাহ্ তা'লার ফযলে এটি দুই লক্ষ ১২ হাজার পাউন্ড বেশি। পৃথিবীর প্রতিকুল পরিস্থিতি আর অনেক দেশের মুদ্রার অবমূল্যায়ন সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে এই চাঁদা প্রদানের তৌফিক দিয়েছেন।

মোট সংগ্রহের দিক থেকে পাকিস্তান প্রথম স্থানে থাকেই। এরপর প্রথম স্থানে রয়েছে জার্মানী, দ্বিতীয় যুক্তরাজ্য, তৃতীয় যুক্তরাষ্ট্র, চতুর্থ কানাডা, পঞ্চম ভারত, ষষ্ঠ অষ্ট্রেলিয়া, সপ্তম মধ্যপ্রাচ্যের একটি জামা'ত, অষ্টম ইন্দোনেশিয়া, নবম ঘানা, দশম মধ্যপ্রাচ্যের আরেকটি দেশ।

মাথা পিছু আদায়ের দিক থেকে সুইজারল্যান্ড প্রথম স্থানে রয়েছে। এরপর রয়েছে যথাক্রমে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য,অস্ট্রেলিয়া, সিঙ্গাপুর, সুইডেন, বেলজিয়াম, জার্মানি, কানাডা এবং ফিনল্যান্ড।

আফ্রিকান দেশগুলোতে মোট সংগ্রহের দিক থেকে উল্লেখযোগ্য দেশগুলো হলো যথাক্রমে ঘানা, নাইজেরিয়া, গাম্বিয়া, এবং তানজানিয়া।

আল্লাহ্ তা'লার ফযলে অংশগ্রহণকারীদের মোট সংখ্যার দিকেও দৃষ্টি দেওয়া হচ্ছে। এ বছর ১৭ লক্ষ ১৭ হাজার বন্ধু এই তাহরীকে অংশ নিয়েছেন। আর অংশগ্রহণকারী বৃদ্ধি পেয়েছে ১ লক্ষ্য ১৭ হাজার। এই ক্ষেত্রে বেশি বৃদ্ধি ঘটেছে আফ্রিকান দেশগুলোতে। তাদের মাঝে উল্লেখযোগ্য দেশগুলো হলো যথাক্রমে- নাইজার, গাম্বিয়া,বেনীন, বুর্কিনাফাঁসো, ঘানা, নাইজেরিয়া, ক্যামেরুন, কঙ্গো কিনশাসা, লাইবেরিয়া, মরিশাস এবং আইভোরিকোস্ট। তারা উল্লেখযোগ্যভাবে এই সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে। বড় জামাতগুলোর মাঝে ইন্দোনেশিয়া, জার্মানী, ভারত, পাকিস্তান, কানাডা, আমেরিকা, নরওয়ে এবং মালয়েশিয়ার অংশগ্রহণকারীরা রয়েছেন।

আল্লাহ্ তা'লার ফযলে দপ্তর আউয়াল (প্রথম খাতা) এর সব হিসাবও খোলা রয়েছে, যার সংখ্যা হলো ৫৯২৭।

আর্থিক কুরবানীর ক্ষেত্রে জেলার রিপোর্ট অনুযায়ী পাকিস্তানের তিনটি বড় জেলা হলো- প্রথম স্থানে রয়েছে লাহোর, দ্বিতীয় স্থানে রাবওয়া আর তৃতীয় স্থানে রয়েছে করাচি। রাবওয়াকে জেলার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এমনিতে তো এটি জেলা নয় বরং শহর মাত্র। এছাড়া যেসব জেলা বেশি আর্থিক কুরবানী করেছে সেগুলোর মাঝে রয়েছে- শিয়ালকোট, সারগোধা, গুজরাত, গুজরানওয়ালা, ওমরকোট, হায়দ্রাবাদ, নারোয়াল, মিরপুর খাস, টোবা টেক সিং এবং মিরপুর (পাক-অধিকৃত- অনুবাদক) কাশ্মীর।

সংগ্রহের দিক থেকে উল্লেখযোগ্য এমারতগুলো হলো ইসলামাবাদ জামাতের এমারত, ডিফেন্স লাহোরের এমারত,টাউনশিপ লাহোরের এমারত, করাচির আযিযাবাদ এমারত, পেশাওয়ার এমারত, করাচীর গুলশান আবাদ এমারত, ফয়সালাবাদের করীম নগর এমারত, কোয়েটা, নওয়াবশাহ, ভাওয়ালপুর এবং উকাড়া।

জার্মানির প্রথম দশটি জামা'ত হলো যথাক্রমে- নয়েস (Neus), রোডার মার্ক (Roedemark), পেনেন বার্গ (Pinneberg), মাহদীয়াবাদ (Mehdi-Abad), কীল (Keil), ফ্লোরেযহাইম (Floersherim) , কোবলেঞ্জ (Koblenz), ওয়েনগার্টেন (Weingarten), কোলন (Koeln), লিমবার্গ (Limburg)। স্থানীয় এমারতের মাঝে তাদের প্রথম দশটি এমারত হলো যথাক্রমে- হামবুর্গ (Hamburg) , ফ্রাঙ্কফুর্ট (Frankfurt), মোরফিল্ডেন (Moerfeden), গ্রসগ্রাও (Gross Gerau) , ডেটসনবাগ (Ditzenbach), উইযবাদেন (Wiesbaden), ম্যানহাইম (Mannheim), রিডস্ট্যাড (Reidstadt), অফেনবাখ (Offenbach) এবং ডার্মস্ট্যাড (Darmstadt)।

মোট চাঁদা প্রদানের দিক থেকে যুক্তরাজ্যের প্রথম পাঁচটি অঞ্চল হলো যথাক্রমে লন্ডন-বি (London B), লন্ডন-এ (London A), মিড ল্যান্ডয (Mdilands), নর্থ ইষ্ট (North East) এবং সাউথ (South)।

মোট সংগ্রহের দিক থেকে যুক্তরাজ্যের প্রথম দশটি বড় জামা'ত হলো যথাক্রমে- মসজিদ ফযল (Fazal Mosque), উস্টারপার্ক (Worcester Park), বার্মিংহাম সাউথ (Birmingham South), নিউ মল্ডেন (New Malden), ব্র্যাডফোর্ড নর্থ (Bradford North), ইসলামাবাদ (Islamabad), বার্মিংহাম ওয়েস্ট (Birmingham West), গ্লাসগো (Glassgow), জিলিংহাম (Gilingham), স্ক্যানথর্প (Scunthorpe) ।

ছোট জামাতগুলোর পাঁচটি হলো স্পেন ভেলী (Spen Valley), সোয়ানযী (Swansea), নর্থ ওয়েলস (North Walse), সাউথ ফিল্ডস (Southfields), এডিনবার্গ (Edinburg)।

আদায়ের দিক থেকে প্রথম

পাঁচটি অঞ্চল হলো যথাক্রমে- সাউথওয়েস্ট (South West), মিডল্যান্ডস (Midlands), ইসলামাবাদ (Islamabad), নর্থ ইস্ট (North East) এবং স্কটল্যান্ড (Scotland)।

মোট সংগ্রহের ক্ষেত্রে আমেরিকার জামা'তগুলোহলো যথাক্রমে অশকোশ (Oshkosh) ,সিলিকন ভ্যালি Sillcon Valley) , সিয়াটল (Seattle) , ডেট্রয়েট (Detroit), সিলভার স্প্রিং (Silver Spring), ইয়োর্ক (York) , সেন্ট্রাল ভার্জেনিয়া (Central Virginia) , জর্জিয়া (Georgia), আটলান্টা (Atlanta) , লস এ্যাঞ্জেলেস ইস্ট (Los Angeles East) , সেন্ট্রাল জার্সি (Central Jersey) , লরেল (Laurel)

সংগ্রহের ক্ষেত্রে কানাডার স্থানীয় এমারতগুলো হলো ব্রম্পটন (Brampton), ভন (Vaughan), পিস ভিলেজ (Peace Village), ক্যালগরী (Calgary), ভেনকুভার (Vancouver), ওয়েস্টার্ন (Westn)এবং মিসিসাগা (Mississauga)।

সংগ্রহের ক্ষেত্রে কানাডার পাঁচটি উল্লেখযোগ্য জামাত হলো- এ্যাডমন্টন ওয়েষ্ট (Edmonton West), ডারহাম (Durham) , হেমিল্টন সাউথ (Hamilton South), ব্রাডফোর্ড (Bradford) এবং সাসকাটন নর্থ (Saskatoon North)

কুরবানীর দিক থেকেভারতের প্রথম দশটি বড় জামা'ত হলো যথাক্রমে-পাঞ্জাবের কাদিয়ান,তেলেঙ্গানার হায়দ্রাবাদ, কেরালার পাথা প্রিয়াম, চেন্নাই এর তামিলনাড়ু, কেরালার কালিকাট, কর্ণাটকের ব্যাঙ্গালুরু, পশ্চিমবঙ্গের কোলকাতা, কেরালার পাঙ্গাড়ী, কেরালার কাননূর টাউন এবং কর্ণাটকের ইয়াদগীর।

কুরবানীর ক্ষেত্রে প্রদেশগুলোর মাঝে প্রথমস্থানে রয়েছে কেরালা, এরপর যথাক্রমে কর্নাটক, তামিলনাড়ু, তেলেঙ্গানা, জম্মু কাশ্মির, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব, পশ্চিমবঙ্গ, দিল্লী এবং মহারাষ্ট্র।

মোট সংগ্রহের দিক থেকে অস্ট্রেলিয়ার দশটি জামা'ত হলো যথাক্রমে-ক্যাসেল হিল (Castle Hill), মেলবোর্ন বেরভিক (Melbourne Berwick), ক্যানবেরা (Canberra), পার্থ (Penrith),মেলবোর্ন লং ওয়ারেন (Melbourne Long Varren), মার্সডেন পার্ক (Marsden Park), এডিলেড সাউথ (Adelaide South), ব্রিসবেন লোগান (Brisbane Logan), ব্রিসবেন পেগমিনটন (Brisbane Plumpton)।

মাথাপিছু সংগ্রহের দিক থেকে তাসমানিয়া (Tasmania) ACT, ক্যানবেরা (Canberra), ক্যাসেল হিল (Castle Hill), ডারবান (Darwin), মার্সডেন পার্ক (Marsden Park, মেলবোর্ন বারভিক (Melbourne Berwick), সিডনী সিটি (Sydney city), পার্থ (Perth),ক্যাম্পবেল টাউন (Cambelltown) এবংপেরামেটা (Parramatta)।

আল্লাহ্ তা'লা এই সকল আর্থিক কুরবানীকারীদের ধন এবং জনসম্পদে বরকত দিন। মানুষ আশা করে যে, সফর শেষে সফর বৃত্তান্ত যেন তুলে ধরি। তা ইনশাআল্লাহ্ আগামী খুতবায় বর্ণনা করব।

*****❖*****❖*****❖*****

একটি ঐশী আহ্বান

মূল-নাসির হাবিন (লন্ডন, যুক্তরাজ্য)

ইসলাম একটি বিশ্বজনীন ধর্ম, অর্থাৎ সমগ্র মানবজাতির জন্য। এটি ইতিহাসের এক অনন্য বিস্ময়কর ঘটনা। তথাপি ইসলাম দ্বারা সূচিত এই নতুন প্রভাতের উন্মেষ লগ্ন থেকেই পাশ্চাত্যবিদরা এটিকে একটি আঞ্চলিক কীর্তি এবং মূলত আরবদের ধর্ম বলে প্রমাণ করার জন্য চেষ্টা করে চলেছে। কুরান মজীদের একাধিক আয়াত থেকে এ বিষয়টি প্রমাণ হয় যে এটি একটি বিশ্বজনীন বাণী এবং নবী করীম (সাঃ) সমগ্র মানবমন্ডলীর জন্য রসুল রূপে প্রেরিত হয়েছেন। যেরূপ কুরআন মজীদে বর্ণিত হয়েছে, " এবং আমরা তোমাকে বিশ্ববাসীর জন্য কেবল রহমত স্বরূপই প্রেরণ করেছি।"

(আল আম্বিয়া: আয়াত-১০৮)

অনুরূপভাবে কা'ব নামে এক কবি রসুলুল্লাহ (সাঃ) এর প্রশংসায় একটি কবিতা রচনা করেছেন, যার অর্থ হল , " নবী করীম (সাঃ) হলেন সেই মশাল যিনি সমগ্র জগতকে আলোকিত করেছেন।"

ইসলামের আবির্ভাব এমন সংকটপূর্ণ যুগে হয় যখন কিনা সমস্ত পূর্ববর্ত্তী ধর্মীয় শক্তি এবং তাদের পৃষ্ঠপোষকরা তাদের ধর্মের প্রকৃত শিক্ষা থেকে বহু দূরে সরে গিয়েছিল। ইহুদীরা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রেরিত মসীহকে অস্বীকার করেছিল আর খ্রীষ্টানরা একজন মানুষকে তাদের উপাস্য রূপে গ্রহণ করল। জুরাথিসরা অগ্নি-উপাসকে পরিণত হল। হিন্দুরা বহু ঈশ্বরের উপাসনা আরম্ভ করল এবং তারা বিভিন্ন প্রকারের কদর্য ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালনে লিপ্ত হয়ে পড়ল। ইতিহাস সাক্ষী আছে, সর্বদা আধ্যাত্মিক বিষয় নিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টির ঠিক পরেই রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার সূত্রপাত হয়। পরিণামে বিভিন্ন সাম্রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধ-পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে এবং জাতি সমূহ পরস্পরের বিরুদ্ধে দন্ডায়মান হয়। পারস্য ও রোমের সম্রাটগণ একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত ছিল। আর এই রাজনৈতিক সংঘর্ষের ফলে সাধারণ মানুষ যাতনা ভোগ করছিল। এই অবিরাম যুদ্ধ বিশ্ব শান্তি পরিস্থিতিকে বিপন্ন করে তুলেছিল। ধর্মযাজক ও আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর ক্ষেত্রে নেতৃত্ব-স্থানীয় ব্যক্তিরা যেন সম্পূর্ণ দিশাহীন হয়ে পড়েছিল। এবং সমগ্র মানবজাতি এক অভূতপূর্ব অগ্নি পরীক্ষার মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত হচ্ছিল। এই পরিস্থিতিটিকে কুরআন মজীদ এই ভাষায় বর্ণনা করে- "স্থলে ও জলে ফাসাদ ছাইয়া গিয়াছে"। (সূরা রূম, আয়াত: ৪২)

ইসলাম অনুসারে মানুষ তার পার্থিব সমস্যাদির সমাধান করতে সক্ষম নয় যদি না সে আধ্যাত্মিকতার পানি পান না করে। প্রত্যেক সভ্যতার ভিত্তিই কোনো একটি অতিপ্রাকৃতিক দৃষ্টিভঙ্গির উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। এই ভিত্তি ব্যতিরেকে কোন সভ্যতাই জাগতিক সমৃদ্ধি লাভ করতে সক্ষম নয়। জাগতিক উন্নতির জন্যও প্রকৃত আধ্যাত্মিকতাই হল পূর্ব-উপকরণ। একারণে ইসলামের আবির্ভাবের ঠিক পরেই, মানবজাতি জাগতিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উন্নতি সাধন করেছে। কারণ ইসলাম আধ্যাত্মিকতার জগতে এক অভিনব ও মহা বিপ্লব ঘটিয়ে ফেলে। কারণ আমরা জানি আধ্যাত্মিক এবং জাগতিক উভয় ক্ষেত্রেই শূন্যস্থান অবশিষ্ট থাকতে পারেনা, আর এমন এক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে ইসলামের আবির্ভাব সেই আধ্যাত্মিক শূন্যতাকে পূর্ণ করে দেয়। এই জরাজীর্ণ ও পুরাতন পৃষ্ঠভূমির সংশোধনের উদ্দেশ্যেই আঁ হযরত (সাঃ) সেই সময়ের মহাশক্তিধর ইরানের শাসক খুসরু পারভেজ, রোম সম্রাট হিরাকেলাস- , সিরিয়ার বাদশাহ গাসানী এবং মিশরের রাজা ও প্রমূখ গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের নেতা মুকাবিস-এর উদ্দেশ্যে দূত প্রেরণ করেন। দূতেরা আঁ হযরত (সাঃ) এর লেখা পত্র পৌঁছে দেন, যেগুলি পরম নৈপুণ্যতার সহিত লেখা হয়েছিল। পত্রগুলির পটভুমিকা ও সম্বোধনে সূক্ষ্ম বিবেচনাবোধ নিহিত ছিল। যাইহোক, পত্রগুলির প্রত্যেকটি একটি সাধারণ বিষয়বস্তু অনুসরণ করছিল। যা এরূপ, " আমি আপনাকে ইসলামের বন্ধনে আমন্ত্রণ জানাই, যদি আপনি সুরক্ষা চান তবে ইসলাম গ্রহণ করুন। আল্লাহ আপনাকে দ্বিগুণ পুরস্কৃত করবেন। যদি আপনি তা প্রত্যাখ্যান করেন তবে একে উলঙ্ঘন করার দায় সমগ্রজাতির হয়ে আপনার উপর বর্তাবে। এখানে কিছু ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে। সেই যুগে ধর্ম কোনো ব্যক্তিগত বিষয় ছিল না। বরং এটি রাজ্য প্রশাসনের আওতাধীন একটি বিষয় বলে বিবেচিত হত। প্রজারা রাজার মনোনীত ধর্ম অনুসরণ করত এবং প্রশাসন প্রখর দৃষ্টিতে সাধারণ মানুষের ব্যক্তিগত জীবনযাপন সহ ধর্মীয় গতিবিধিকেও পর্যবেক্ষণ করত। তাই আমরা যখন খুসরু পারভেজের আকস্মিক প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করি , যে কিনা আঁ হযরত (সাঃ) এর পত্রখানা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে, তখন এটাই প্রতীয়মান হয় যে সে নিশ্চয় এটাই অনুভব করেছিল যে, এটা তার প্রশাসন ও অধিকারের মধ্যে অনাধিকার প্রবেশের সামিল। যাইহোক যেহেতু ইসলামের শিক্ষা সমগ্র মানবজাতির জন্য ছিল ,আল্লাহ মুসলমানদেরকে এই সকল বাধাকে দূর করার শক্তি দান করেছিলেন এবং তাদেরকে ইসলামের বাণী সরাসরি মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার সামর্থ্যও দান করেছিলেন।

আজকের যুগে দেশের প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হয়েছে। প্রশাসনের দমন নীতির পরিবর্তে আমরা দেখি, মিথ্যা যুক্তি-প্রমাণের বাধা জনসাধারণের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে যা তাদেরকে আধ্যাত্মিক সত্যকে অনুভব করা থেকে বঞ্চিত রেখেছে। মুসলিমরা বোধ করি এই সুক্ষ্ম পরিবর্তনকে অনুধাবন করতে সক্ষম হয়নি এবং তারা নিজেদেরকে তরবারির জিহাদের মিথ্যা মতবাদে জড়িয়ে রেখে কলহে লিপ্ত হচ্ছে। এই দুর্বোধ্য অভিযানে বের হয়ে তারা শুধু ইসলামের ছবিকে ধুমিল করছে না , অধিকন্তু নিজেদের জন্যও দুর্দশার উপকরণ প্রস্তুত করে চলেছে। আজকের দিনের মুসলিম জগতের এই অসহায় ও করুণ দশাই এর সাক্ষ্য দিচ্ছে। পরম করুণাময় আল্লাহর কৃপায় হযরত মসীহ মাওউদ(আঃ) মিথ্যা যুক্তি - প্রমাণের এই প্রাচীরকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করেছেন এবং তিনি ঐশী জ্ঞান ও প্রজ্ঞা , অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ এবং প্রকৃত আধ্যাত্মিকতার মাধ্যমে সমগ্র ধর্মের উপর ইসলামের সত্যতাকে প্রমাণ করেছেন। এইরূপে তিনি প্রমাণ করেন মানবজাতির দুর্ভোগ ও দুর্দশা দূরীকরণের প্রশ্নে ইসলামের অমূল্য নীতিগুলি আজকের দিনেও সমান প্রাসঙ্গিক যেরূপ পূর্বেও ছিল। হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ), আহমদীয়া মুসলিম জামাতের নেতা এবং হযরত মসীহ মাওউদ(আঃ) এর পঞ্চম খলীফা , আঁ হযরত (সাঃ) এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে বিভিন্ন দেশের নেতাদের কাছে দূত প্রেরণ করেছেন। যেন তারা সেই সকল নেতৃবর্গদের নিকট বিষয়টি দ্ব্যার্থহীন ভাষায় স্পষ্ট করে দেয় যে,যদি তারা শান্তি ও স্থিতিশীলতা কামনা করেন তবে তাদেরকে নিঃশর্ত ন্যায় বিচারের পথে চলতে হবে। যদি বিশ্বের নেতারা এই ঐশী আহ্বানের প্রতি কর্ণপাত করেন তবে সেটা তাদের জন্য উত্তম হবে , আর যদি এই সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া করেন, তবে হয়তো তাদেরকে এর মাশুল দিতে হতে পারে এবং তাদের পরিণামও পূর্ববর্ত্তী সঙ্গীদের ন্যায় হওয়া অবধারিত।

(রিভিউ অফ রিলিজিয়নস, আগস্ট, ২০১২ থেকে অনুদিত)

১২৪ তম বাৎসরিক জলসা কাদিয়ান

সৈয়্যেদনা হযরত আমীরুল মু'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইঃ) ২০১৮ সালের জলসা সালানা কাদিয়ানের জন্য অনুমতি প্রদান করেছেন। জলসার দিনগুলি হল ২৮, ২৯ ও ৩০ শে ডিসেম্বর ২০১৮ (শুক্র, শনি ও রবিবার)। জামাতের সদস্যগণ এখন থেকেই দোয়ার সাথে এই মোবারক জলসায় অংশ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি আরম্ভ করে দিন। আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের সকলকে এই ঐশী জলসা থেকে কল্যাণ মণ্ডিত হওয়ার তৌফিক দান করুন। এই জলসা সালানার সার্বিক সফলতার ও বরকত মণ্ডিত হওয়ার জন্য এবং হেদায়েতের কারণ হওয়ার জন্য দোয়ায় রত থাকুন। জাযাকুমুল্লাহ্ ওয়া আহ্‌সানুল জাযা।

(নাজির ইসলাহ ও ইরশাদ মারকাজিয়া, কাদিয়ান)

ইকামাতুস সালাত

ইকামতের অর্থ: নামায পড়ার জন্য কোরআন করীম "ইকামাতুস সালাত" শব্দ ব্যবহার করেছে। ইকামতের অর্থ কোন বিষয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা এবং অবিচল থাকা। এই দিক থেকে "ইকামাতুস সালাত" এর অর্থ এই হবে যে, প্রতিদিন যথাযথ ভাবে যেন নামায আদায় করা হয়, এতে উদাসীনতা এবং বেপরোয়া ভাব প্রদর্শন না করা হয়। কেননা, নামায সেটাই, যা যথাযথভাবে বা নিয়মিত পড়া হয়। ইকামতের দ্বিতীয় অর্থ হল সামঞ্জস্য এবং বিশুদ্ধতা। অর্থাৎ নামায সঠিকভাবে প্রত্যেক শর্ত স্মরণ রেখে সময় মত যেন আদায় করা হয়। কোন শর্ত অথবা রুকন বাদ দেওয়া নামাযকে নষ্ট করার নামান্তর।

ইকামতের তৃতীয় অর্থ- কোন জিনিসের প্রচলন করা এবং একে ছড়িয়ে দেওয়া। এই দিক থেকে "ইকামাতুস সালাত" এর এই অর্থ হবে যে, নামায যেন শুধু নিজে পড়া না হয়, বরং অন্যান্যদের মাঝেও এর প্রচলন করা হয় আর উৎসাহিত করা হয়, যেন লোকেরা যথাযথভাবে নামায পড়ে।

যেভাবে আল্লাহতা'লা মো'মিনদের থেকে এই প্রত্যাশা করেন যেন তারা লোকেদের মাঝে নামায প্রতিষ্ঠা করে, তাদেরকে নামায পড়ার তাহরিক করে। তারা যদি নামায পড়তে না জানে তাহলে তাদের নামায পড়তে শেখানো, যদি কোন ব্যক্তি নামাযের অর্থ না জানে, তাহলে তাকে নামাযের অর্থ পড়ানো।

মোটকথা, প্রত্যেক ব্যক্তি যেন নামাযের প্রচলন করে আর একে দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠা করতে ব্যস্ত হয়ে যায়। কোন ব্যক্তি নামাযের গুণাবলী বর্ণনা করছে, কেউ নামাযের অনুবাদ করছে, কোন ব্যক্তি নামায আদায় করার জন্য লোকেদেরকে তাহরিক করছে, কোন ব্যক্তি নামাযের মাঝে নামাযীদের অধিক উৎসাহ সৃষ্টি করছে। এভাবে কোন মো'মিন যেন এমন না হয় যে, 'ইউকিমুনাস্ সালাতা' এর আদেশের উপর আমল করছে না। অতএব, আল্লাহতা'লা বলেন- তোমাদের শুধু এটাই কাজ নয় যে, নিজেরাই শুধু নামায পড় তোমাদের এটাও দায়িত্ব যে, তোমরা লোকেদেরকে নামাযের তাহরিক করে, অশিক্ষিতদেরকে নামাযের অনুবাদ শিখিয়ে আর নামাযীদেরকে নামাযে অধিক উৎসাহ দিয়ে সম্পূর্ণ মজবুতির সাথে দুনিয়াতে নামাযের রেওয়াজ বা প্রচলন প্রতিষ্ঠা করে দাও। (তফসিরে কবীর, ষষ্ঠ খণ্ড পৃষ্ঠা-৩৮৫-৩৮৬)

ইকামাসুস্ সালাতের চতুর্থ অর্থ এই যে, নামায যেন বাজামাত আদায় করা হয়। নামায বাজামাত শুরু হওয়ার পূর্বে যে ইকামত দেওয়া হয়ে থাকে, তাতেও এই অর্থের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। যেভাবে আল্লাহতা'লা বলেন- আল্লাহতা'লার ইবাদত করাই কেবল তোমাদের দায়িত্ব নয় বরং, জামাতের সাথে নামায পড়াও তোমাদের দায়িত্ব। অর্থাৎ- আমরা তোমাদেরকে শুধু ইবাদতের আদেশই দিই না বরং বাজামাত ইবাদতের আদেশ দিই। আর এর কারণ এই যে, ইসলাম ব্যক্তিগত ধর্ম নয়, বরং জাতিগত ধর্ম। অন্য সমস্ত ধর্মের লোকেরা যদি পৃথক পৃথক ইবাদত করে, তাহলে তাদেরকে অনেক ধর্মনিষ্ঠ, অনেক বড় ভক্ত বা উপাসক, বড় পরহেজগার এবং বড় খোদাপ্রেমিক বলে মনে করা হয়। বলা হয় যে এই লোক হচ্ছে তারা যাদের আল্লাহতা'লার নৈকট্য এবং তার সাহায্য অর্জিত হয়েছে। কিন্তু ইসলাম বলে যে, যদি কোন ব্যক্তি বাজামাত নামায আদায় না করে, তাহলে সে নিভৃতে যতই ইবাদত করুক তাকে কখনোই পুণ্যবান বা মুত্তাকি মনে করা যেতে পারে না।

আর তাকে কখনোই জাতি বা গোত্রের মধ্যে মর্যাদার স্থান দেওয়া যেতে পারেনা। এটি একটি বড় পার্থক্য, যা ইসলাম এবং অন্য ধর্মসমূহের মধ্যে পাওয়া যায়। সুতরাং, সেই সকল লোক, যাদেরকে অন্যান্য জাতিরা কেবলমাত্র একাকিত্বে ইবাদত করার কারণে 'বুজুর্গ' আখ্যা দেয়, ইসলাম তাদেরকে মুরতাদ ও ধর্মত্যাগী আখ্যা দেয়। দুনিয়া তাদেরকে খোদাপ্রাপ্ত মনে করে, আর ইসলাম তাদেরকে আল্লাহতা'লার নৈকট্য থেকে বিতাড়িত বা বহিষ্কৃত মনে করে। কেননা, ইসলাম বলে "আকিমুস্ সালাতা" আমরা তোমাদেরকে শুধু এতটুকু আদেশ দিই নি যে, তোমরা নামায পড়, বরং আমাদের আদেশ এই যে, তোমরা লোকদের সাথে মিলে নামায পড় । আর কেবল নিজের অবস্থাকেই শুদ্ধ করোনা, বরং সমস্ত জাতিকে আশ্রয় দিয়ে তার আধ্যাত্মিকতাকে উঁচু কর। আর জাতি থেকে দূরে যেওনা বরং তার সাথে থাক, আর সতর্ক-চৌকিদারের মত তার চরিত্র ও আধ্যাত্মিকতাকে পাহারা দাও'।

(তফসিরে কবীর, ষষ্ঠ খণ্ড পৃষ্ঠা-৩৮৫)

ইকামতের পঞ্চম অর্থ- পতনোন্মুখ কোন জিনিসকে দাঁড় করিয়ে রাখা এবং পড়তে না দেওয়া। অর্থাৎ নামাযকে কায়েম রাখতে অবিরাম চেষ্টারত থাকা উচিত। এতে এই দিকেও ইঙ্গিত আছে যে, মানুষ এক অবস্থায় থাকেনা, কখনো সে নামাযের মধ্যে দুশ্চিন্তা থেকে এদিক সেদিক হতে পারে। কিন্তু এতে হতাশ হওয়া উচিত নয়, আর না নামাযকে বৃথা মনে করা উচিত। বরং, সঠিক-পদ্ধতিতে আদায় করার চেষ্টায় লেগে থাকা উচিত। কারণ, আল্লাহতা'লা বান্দাদের থেকে সেই ধরণের কুরবানী আশা করেন, যতটুকু কুরবানীর সামর্থ তাদের থাকে। অতএব, এমন নামাযী, যাদের চিন্তা-ধারণা ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়ায়, কিন্তু নামাযে নিজের মনোযোগকে সংশোধন করে আর মনোযোগের সাথে নামায পড়ার চেষ্টায় লেগে থাকে। যেহেতু সে তার নামাযের মাকামকে দাঁড় করানোর চেষ্টা করে, এজন্য আল্লাহতা'লা তার নামাযকে নষ্ট করেন না, আর তাকে বিফল হতে দিবেন না। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন-

মুত্তাকি সে, যে খোদাতা'লাকে ভয় করে, আর নামায কায়েম করে। সেই অবস্থায় বিভিন্ন রকমের মন্দ-চিন্তা মাথায় আসে, যা তার সামনে বাধা সৃষ্টিকারী হয়, আর নামাযকে বিঘ্নতা সৃষ্টি করে।কিন্তু সে আত্মার দ্বিধাদ্বন্দের মধ্যেও নামাযকে দাঁড় করায়। নামায কখনো পড়ে যায়, কিন্তু সে আবার সেটাকে দাঁড় করায়, আর তার অবস্থা এমনই হয় যে, সে বাহ্যিক রীতিনীতি এবং চেষ্টা দ্বারা বার বার নিজের নামাযকে দাঁড় করায়, এমনকি আল্লাহতা'লা তার কলেমার মাধ্যমে হেদায়েত দান করেন। তার হেদায়েত কি? সেই সময় 'ইউকিমুনাস্ সালাতা' ছাড়াই তার এই অবস্থা হয় যে, সে ঐ দ্বিধাদ্বন্দ ও কুচিন্তার জীবন থেকে বের হয়ে যায়, আর অল্লাহতা'লা অদৃশ্যের মাধ্যমে তাদেরকে সেই মাকাম দান করেন, যার সম্পর্কে বলেন যে, কিছু লোক এমন কামেল বা পরিপূর্ণ হয়ে যায় যে, নামায তাদের জন্য আবশ্যকীয় খাদ্য হয়ে যায়।

আর নামাযে তাদেরকে সেই স্বাদ ও শান্তি দান করা হয়, যেভাবে প্রবল তৃষ্ণার সময় ঠান্ডা পানি পান করার মাধ্যমে অর্জিত হয়। কারণ, সে অত্যন্ত উৎসাহের সাথে সে সেটা পান করে, আর খুব তৃপ্তি সহকারে স্বাদ গ্রহণ করে অথবা প্রচন্ড ক্ষুধার্ত অবস্থায় থাকে, আর অত্যন্ত উৎকৃষ্ট মানের সুস্বাদু খাবার সে পেয়ে যায়, যা খেয়ে সে খুবই খুশি হয়। এমনই অবস্থা নামাযে হয়, আর সেই নামায তার জন্য এক ধরনের নেশা হয়ে যায়, তাকে ছাড়া সে ব্যকুলতা ও অস্থিরতা অনুভব করে। কিন্তু নামায আদায় করার মাধ্যমে তার হৃদয়ে এক বিশেষ আনন্দ আর প্রশান্তি অনুভূত হয়. যা প্রত্যেক ব্যক্তি পায় না।

আর শব্দের মাধ্যমে এই স্বাদ বর্ণনা করা যেতে পারেনা এবং মানুষ উন্নতি করে এমন অবস্থায় পৌঁছে যায় যে, সেই নামায দাঁড়িয়েই থাকে এবং সর্বদা দাঁড়িয়েই থাকে। এতে এক স্বভাবজাত - অবস্থা তৈরী হয়, আর এমন মানুষের ইচ্ছা খোদাতা'লার ইচ্ছানুযায়ী হয়। মানুষের উপর এমন অবস্থা আসে যে, তার প্রেম ভালবাসা আল্লাহতা'লার ভালবাসার সাথে ব্যক্তিগত ভালবাসার রঙে রঙীন হয়ে ওঠে। এতে কোন প্রদর্শনমুখিতার মিশ্রন থাকেনা। যেভাবে পশু-পাখি, মানুষ এবং অন্যান্য জীব-জন্তু খাদ্য দ্রব্য, পানীয় এবং অন্যান্য মনোবাসনার মাধ্যমে স্বাদ নেয়, এর থেকে অধিকহারে সেই মো'মিন মুত্তাকি নামাযে স্বাদ পায়।

'নামায সকল উন্নতির মূল এবং সোপান', একথা এই জন্য বলা হয়েছে যে, নামায মো'মিনের আধ্যাত্মিক পরাকাষ্ঠা। এই দুনিয়াতে হাজার হাজর লক্ষ লক্ষ আউলিয়া ওলিউল্লাহ, সাধু ব্যক্তি, আল্লাহ ওয়ালা ও কুতুব গত হয়েছেন, তারা এই পদোন্নতি এবং

শেষাংশ ১২ পৃষ্ঠায়....

মুসলমানদের বিপন্ন অবস্থা ও তার প্রতিকার

বর্তমান কালে মুসলমান জাতি দেশীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে যে বিপন্ন ও দিশাহারা অবস্থার সম্মূখীন হচ্ছে তা আজ কারো কাছে অবিদিত নয়। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে মুসলমানদের উলেমাদের ভ্রান্ত নীতি ও নেতৃত্বের কারণে এবং কুরান মজীদ ও সুন্নত থেকে বিমুখতার ফলে তারা অন্যায়-অবিচারের লক্ষ্য বস্তুতে পরিণত হচ্ছে। বোর্কা , পর্দা, মিনার, দাড়ি ও প্রভৃতি ইসলামী প্রতীকের বিষয়গুলি ধারাবাহিকভাবে অবমাননার শিকার হচ্ছে। প্রত্যেকটি সন্ত্রাসী কার্যকলাপকে মুসলমানদের সঙ্গে যুক্ত করে দেখানো হচ্ছে। পৃথিবীর সমগ্র জাতি আজ মুসলমানদেরকে আক্রমণ করতে একই প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে। গণ আন্দোলণের নামে মিশর , লিবিয়া, সিরিয়া প্রভৃতি দেশগুলিতে যা কিছু সংঘটিত হল এবং আজ হয়ে চলছে তা তো প্রায়ই সংবাদ শিরোনামে উঠে আসে। মুসলমানদের রক্তপ্রবাহের পরিমাণ অনুমাণ করা সম্ভব নয়।মায়ানমারের রোহিঙ্গা মুসলমান হোক বা পাকিস্তানে সন্ত্রাসীদের হাতে নিরীহ মানুষদের আত্মঘাতী বিস্ফোরণের দ্বারা হত্যা হোক, প্রত্যেক ক্ষেত্রে মুসলমানরা অসহায় ও বিপন্ন। সাধারণ মুসলমানরা বুঝে উঠতে পারছেনা, এই ভয়াবহ পরিস্থিতি থেকে কিভাবে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব । আজ মুসলিম জগত সত্যিই দিশেহারা।

এটি ছবির একটি দিক, যা মুসলমানদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক। ছবির অপর দিকটি এর চাইতেও বেশি ভয়াবহ । মুসলমানরা প্রকত ইসলামী শিক্ষা থেকে বিমূখ হয়ে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে আছে আর তারা বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ধর্মমতের সঙ্গে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত রেখে গর্ব অনুভব করে। ধর্মমতের পার্থক্যের বিষয়টি অত্যন্ত ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। এক ধর্মমতাবলম্বী ভিন্ন মতাবলম্বীদের সঙ্গে অমানবিক আচরণ করে। কলেমা পাঠকারী হওয়া সত্বেও একে অপরকে মুসলমানরূপে স্বীকার করছেনা। শুধু তাই নয় , এক মুসলমান অপর মুসলমানকে যাতনা দেওয়ার জন্য সর্বদা প্রচেষ্টারত। জামাতে ইসলমামির মুখপাত্র পত্রিকা দাওয়াত , ২৮ শে মে, ২০১৩ , মৌলভী আব্দুল হামীদ নুমানী 'এই উগ্রতাপূর্ণ ধর্মীয় মতামতের বিরোধ মুসলিম জাতিকে কোন পথে নিয়ে যাবে।' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন।

তিনি লিখছেন, "উগ্রতাপূর্ণ ধর্মীয় মতামত ও বিরোধীতার কারণে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে , যার কারণে শ্রেষ্ঠ জাতির গরিমা দুবৃর্ত্ত ও উচ্ছৃঙ্খল জাতির অপবাদে পর্যবসিত হয়েছে। এর ৯৫ শতাংশ দায় মুসলমানদের নিজেদের, যারা কিনা নিজেদের আচার আচরণকে অনুকরণীয় দৃষ্টান্তরূপে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করে না, কিন্তু অপরদিকে অন্যদের বিচারধারা ও কর্মপন্থাকে কুফর ও বাতিল আখ্যা দিয়ে তাদেরকে ইসলামের গন্ডি থেকে বহিষ্কার করার কাজে মত্ত থাকে। "

"সম্প্রতি 'দৈনিক হিন্দু' ও অন্যান্য সংবাদ পত্রিকায় উগ্র মতবাদের কারণে সৃষ্ট পরিস্থিতি প্রকাশ্যে আসায় অনেক কিছু স্পষ্ট হয়ে গেছে। এটি ভিন্ন প্রসঙ্গ যে, যা কিছু মুসলিম সমাজে সংঘটিত হচ্ছে তার খুব কমই সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশ পায়। কিন্তু তথাপি মুসলিম সমাজে , সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় প্রেক্ষিতে এর সুগভীর প্রভাব পড়ছে। কিছু দিন পূর্বেই , বারেলি ও দেওবন্দী বিষয়ক বিতর্ক নিয়ে তিন দর্জনের অধিক নিকাহ বিচ্ছেদ হল। হিন্দী ভাষায় প্ররোচনামূলক পাম্পফ্লেট প্রচার করা হচ্ছে। এবং উভয় পক্ষ থেকেই লোকেরা বিভিন্ন ঘটনাবলীর কারণে মোকাদ্দমায় জড়িয়ে আছে। এক অদ্ভুত ত্রাস ও সংশয়ের পরিবেশ বিরাজ করছে। মাদরাসাগুলির, বিশেষ করে মসজিদসমূহের দখল নেওয়াকে কেন্দ্র করে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘাত চলছে। "

শিয়া সুন্নি, দেওবন্দী, বারেলবীদের মতবিরোধ কেবল মৌখিক বাগবিতণ্ডার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই বরং এখন তারা লড়াই-দাঙ্গা ও মারামারির কদর্য দুর্বিপাকে আবদ্ধ হয়ে পড়ছে। 'দৈনিক রাষ্ট্রিয় সাহারা, ১৫ জুলাই,২০১৩ এর একটি সংবাদ শিরোনামের দিকে লক্ষ্য করুন। "নামাজের মাঝে মতবিরোধ, আধা ডর্জন ব্যক্তি আহত। " সংবাদটির বিস্তারিত ব্যখ্যায় পত্রিকাটি লিখছে, "বাছরাওয়াঁ গ্রামের জামে মসজিদে মতবিরোধের বিষয় নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে তুমুল ইঁট পাথর ও লাঠি বর্ষণ। মারামারির পর ক্ষুব্ধ জনতা থানা ঘেরাও করে বিরোধ প্রদর্শন করে। কসবার কিরানা মার্কেট স্থিত জামে মসজিদে আজ ভোরে নামাজের সময় দেওবন্দী ও বারেলবী মতবাদ মান্যকারীদের মাঝে মারামারি শুরু হয়। দুই পক্ষ থেকে ইঁট পাথর বর্ষণ হয়।

উল্লেখনীয় বিষয়টি হল ঘটনাটি বরকত মণ্ডিত রমজান মাসে ঘটেছে।

এটা কেবল একটি ফিরকা বিশেষের বিষয় নয় , প্রত্যেক মতবাদের নামধারী উলেমারা অপর মতবাদের অনুসারীদের বিরুদ্ধে কুফরের ধারালো অস্ত্র শান দিয়ে রাখছে। কিন্তু তথাপি বিষয়টি মাত্রাছাড়া তখনই হয় যখন 'কে মুসলমান আর কে কাফের?- এই সিদ্ধান্ত দেশের আদালতে মাধ্যমে ঘোষণা করানোর জন্য আবেদন করা হয়। অল ইন্ডিয়া উলেমা মোশায়েখ বোর্ড আহলে হাদিসের বিরুদ্ধে মেমোরেন্ডাম পাশ করেছে ।এই সংগঠনের আমীর আশরাফ কাচুছবির পক্ষ থেকে এই মেমোরেন্ডামটি রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি, মুখ্যমন্ত্রী , প্রায় সমস্ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের দফতর দেশের সমস্ত রাজ্যের গভর্নর ও মুখ্যমন্ত্রীদের কাছে এই দাবি নিয়ে পেশ করা হয়েছে যে, অবিলম্বে এই আহলে হাদিস জামাতের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হোক। জামাতের অনুগামীদের গ্রেফতার করা হোক,কেননা ভারত ও অন্যান্য দেশে যেসব সন্ত্রাসী কার্যকলাপ সংঘটিত হয় তাতে এই ধর্মমতালম্বীদের সদস্যরাই লিপ্ত থাকে। "

চিন্তার বিষয় হল মুসলমান জাতি ও তাদের উলেমাদের এমন করুণ দশা কিভাবে হল? প্রশ্নটি প্রত্যেক খোদা ভীরু ও ঈমানদার মুসলমানকে বিচলিত করে। একদিকে কুরান শরীফ দ্বীনে ইসলামকে শ্রেষ্ঠ ও পরিপূর্ণ ধর্ম ও মুসলমান জাতি শ্রেষ্ঠ জাতি বলে অভিহিত করে , কিন্তু অপরদিকে মুসলমানদের বিপন্ন ও অসহায় দশা নিয়ে সর্বত্র উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তার পরিবেশ সৃষ্টি হচ্ছে। আজ থেকে চোদ্দশত বৎসর পূর্বে আঁ হযরত (সাঃ) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, " একদা আমার জাতি বিপন্ন ও ছত্রভঙ্গ হয়ে যাবে। লোকেরা তাদের উলেমাদের কাছে পথ প্রদর্শনের আশা নিয়ে উপস্থিত হবে , কিন্তু তাদের স্থানে বাঁদর ও শূকরদের দেখবে। অর্থাৎ, উলেমাদের অবস্থা নিকৃষ্টতম ও লজ্জাজনক হবে ।" (কুনজুল আমাল, ৭ম খণ্ড , পৃষ্ঠা ১৯০)

এহেন পরিস্থিতিতে আঁ হযরত (সাঃ) মুসলমানদের পরিত্রাতা রূপে এক প্রতিশ্রুত মাহদীর আগমণের সুসংবাদ দিয়েছিলেন, যাঁর হাতে বয়াত (দীক্ষা) গ্রহণ করা আবশ্যিক ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, "বরফের পাহাড়ের উপর হামাগুড়ি দিয়ে যেতে হলেও যেও এবং তাঁর বয়াত গ্রহণ কোরো।"

আল্লাহ তায়ালার অশেষ কৃপা, তিনি আঁ হযরত (সাঃ) এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তাঁরই অনুসরণে সৈয়্যদনা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ) কে মসীহ মাওউদ ও মেহেদী রূপে প্রেরণ করেন। তিনি(আঃ) ঘোষণা করেন , এখন বিভিন্ন মত বিরোধ ও ফিরকার মধ্যে উগ্রতা ও বিদ্বেষের একমাত্র সমাধান ইমাম মাহদীর বয়াতের মাঝেই নিহীত।এখন মুসলমান জাতির জন্য ভিন্ন কোন পথ অবশিষ্ট নাই। তিনি বলেন,

"যেহেতু আমি মসীহ মাওউদ এবং খোদা তা'লা আমার সপক্ষে উর্দ্ধলোক থেকে অজস্র নিদর্শন প্রকাশ করেছেন , অতএব যে ব্যক্তির ক্ষেত্রে আমার মসীহ মাওউদ হওয়ার ব্যাপারে খোদা তা'লা সকল নিদর্শন পূর্ণ করেছেন, এবং আমার দাবীর সম্পর্কে সংবাদ প্রাপ্ত হয়েও উদাসীন সে শাস্তি যোগ্য বলে গণ্য হবে। কেননা খোদার প্রত্যাদিষ্ট থেকে ইচ্ছাকৃতভাবে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এই অপরাধের বিচার প্রার্থী আমি নই বরং কেবল তাঁরই সমর্থনের জন্য আমি প্রেরিত হয়েছি অর্থাৎ হযরত মহম্মদ মোস্তাফা (সাঃ) । যে ব্যক্তি আমাকে অস্বীকার করে সে আমাকে অস্বীকার করেনা বরং তাঁকে অস্বীকার করে যিনি আমার আগমণের ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। (হকীকাতুল ওহী , রুহানী খাজায়েন, ২২ খণ্ড পৃষ্ঠা ১৮৪)

আল্লাহ তা'লা উম্মতে মুসলেমাকে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত মসীহ মাওউদ ও ইমাম মাহদী অতি শীঘ্র মান্য করার তৌফীক দান করুন। যেন সমস্ত মতবিরোধের চিরাবসান সম্ভব হয়।

(সাপ্তাহিক বদর ৩রা অক্টোবর, ২০১৩ অবলম্বনে)

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান The Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019 Vol. 3 Thursday, 6 Dec, 2018 Issue No.49

MANAGER
NAWAB AHMAD
Phone: +91 1872-224 -757
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs.500/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

১০ পাতার পর.....

পদমর্যাদা কিভাবে অর্জন করেছেন? এই নামাযের মাধ্যমেই অর্জন করেছেন। আঁ হযরত (সাঃ) নিজে বলেন- "কুররাতা আয়নি ফিস্‌সালাত" অর্থাৎ আমার নয়নের প্রশান্তি ও স্নিগ্ধতা নামাযের মধ্যে। মানুষ যখন প্রকৃতপক্ষে এই মকাম ও মর্যাদায় পৌঁছে, তখন তার জন্য নামাযই পরিপূর্ণ স্বাদ হয়, আর এটাই আঁ হযরত (সাঃ) এর এই বাণীর তাৎপর্য। সুতরাং নামাযের মাধ্যমে মানুষ আত্মার দ্বিধাদ্বন্দ থেকে মুক্তি পেয়ে উচ্চ মাকামে পৌঁছে যায়।

মোটকথা, স্মরণ রাখ যে, 'ইউকিমুনাস্ সালাতা'- সেই প্রাথমিক -পর্যায় এবং ধাপ, যেখানে নামায স্বাদহীন আর দ্বিধাদ্বন্দের সাথে আদায় করে, কিন্তু এই কিতাবের (কোরআন করীম) হেদায়েত এমন ব্যক্তির জন্য এই যে, সে ঐ পর্যায় থেকে মুক্তি পেয়ে সেই মাকামে পৌঁছে যায়, যেখানে নামায তার জন্য চোখের প্রশান্তি হয়ে যায়। (মালফুযাত, ৭ম খণ্ড পৃষ্ঠা ৩০৯-৩১০)

সালাতের অর্থ : সালাতের অর্থ নড়াচড়া করা। এই দিক থেকে নামাযকে সালাত এইজন্য বলা হয়েছে যে, নামাযও মানুষকে সক্রিয় এবং দায়িত্ববান মানুষে পরিণত করে, এবং অলস হয়ে বৃথা বসে থাকতে দেয়না। নামাযী ব্যক্তি আল্লাহতা'লা আর তার বান্দাদের অধিকার আদায় করার জন্য সর্বদা সক্রিয় এবং প্রস্তুত থাকে। অলসতা আর দুর্বলতার প্রতি তার ঘৃণা সৃষ্টি হয়ে যায়।

সালাত 'সালায়ুন' থেকে এসেছে, এর অর্থ জ্বলা আর ভুল হওয়া, এই অর্থের দিক থেকে নামাযকে সালাত এইজন্য বলা হয় যে, এর মাধ্যমে ঐশী ভালবাসার উষ্ণতা লাভ হয়। বরং সুফিগণ তো বলেন যে, যেভাবে কাবাব ভুনা করা হয়, সেভাবে নামাযের মধ্যেও প্রেমের দহন আবশ্যক। যতক্ষণ পর্যন্ত হৃদয় বিদগ্ধ না হয়, নামাযে স্বাদ বা আনন্দ সৃষ্টি হয়না।

সালাতের এক অর্থ দোয়া এবং ডাকা, আর নামাযে মস্তিষ্ক বা মূল জিনিস এবং রুহও দোয়া। অর্থাৎ নামাযে মানুষ আল্লাহতা'লার ভালবাসা যাচনাকারী হয়ে তার দরবারে উপস্থিত হয়। এইজন্য নামাযকে সালাত অর্থাৎ মূর্তিমান দোয়া বলা হয়েছে। সুতরাং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেন- একবার আমার মনে এই ধারণার উদ্রেক হল যে, সালাত আর দোয়ার মধ্যে কি পার্থক্য আছে?হাদিসে এসেছে যে, আস্‌সালাতু হিয়াদ্দোয়া ওয়াস্‌সালাতু মুখ্যান। অর্থাৎ নামাযই দোয়া, নামায ইবাদতের সারবত্তা। যখন মানুষের দোয়া কেবল জাগতিক বিষয়ের জন্য হয় তখন তার নাম সালাত নয়। কিন্তু যখন মানুষ খোদাকে পেতে চায় আর তার সন্তুষ্টিকে অগ্রগণ্য রাখে আর শিষ্টাচার, অসহায়ত্ব, বিনয় এবং অত্যন্ত আত্মমগ্নতার সাথে আল্লাহতা'লার সামনে দাঁড়িয়ে তার সন্তুষ্টির অন্বেষণকারী হয়, বস্তুতঃ সেটিই সালাতের অন্তর্ভুক্ত। সেটিই দোয়ার প্রকৃত তাৎপর্য, যার মাধ্যমে খোদা আর মানুষের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক বৃদ্ধি পায় । এই দোয়াই আল্লাহতা'লার নৈকট্য অর্জন করার মাধ্যম হয়, আর মানুষকে বৃথা কথাবার্তা থেকে বিরত রাখে । প্রকৃত বিষয় এটাই যে, মানুষ খোদার সন্তুষ্টি অর্জন করুক। তার পর অনুমতি আছে যে, মানুষ নিজের জাগতিক প্রয়োজনাদির জন্য দোয়া করুক। এটা এই জন্য অনুমোদন দেওয়া হয়েছে যে, জাগতিক সমস্যাবলী অনেক সময় ধর্মীয় বিষয়াদিতে বাধা সৃষ্টিকারী হয়। বিশেষ করে অজ্ঞতা ও অরিপক্কতার জামানায় এ সব বিষয় হোঁচট খাওয়ার কারণ হয়। সালাত শব্দ সম্পূর্ণ হৃদয়ের উত্তাপ বা দহনজ্বালা অর্থের দিকে ইঙ্গিত করে। যেভাবে আগুন হতে প্রজ্জ্বলন সৃষ্টি হয়, অনুরূপভাবে দোয়াতেও বিগলন সৃষ্টি হওয়া উচিত। যখন এমন অবস্থায় পৌঁছে যায় যেরূপ মৃত্যুর অবস্থা হয়, তখন তার নাম সালাত।

(মালফুযাত ৭ম খণ্ড পৃষ্ঠা ৩৬৮)
(ফিকাহ্ আহ্‌মদীয়া পৃষ্ঠা ২২-২৬)

১ম পাতার শেষাংশ.....

আকাশ হইতে দ্বিতীয়বার অবতীর্ণ করেন নাই এবং তজ্জন্য ইহুদীদের সম্মুখে তাঁহাকে ব্যাখ্যার সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছিল, সেই খোদা তোমাদের খাতিরে কিরূপে ঈসা (আঃ)-কে অবতীর্ণ করিবেন? যাঁহাকে তোমরা দ্বিতীয়বার অবতীর্ণ করিতেছ তাঁহারই সিদ্ধান্ত তোমরা অগ্রাহ্য করিতেছ। যদি সন্দেহ হয়, তাহা হইলে এদেশে লক্ষ লক্ষ খৃষ্টান বর্তমান আছে এবং তাহাদের ইঞ্জিলও বর্তমান আছে, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া লও যে, হযরত ঈসা (আঃ) সত্যই ইহা বলিয়াছিলেন কি না যে, ইয়ুহান্না অর্থাৎ ইয়াহ্‌ইয়া-ই (আঃ) সেই ইলিয়াস (আঃ) যাঁহার দ্বিতীয়বার আবির্ভাবের কথা ছিল, এবং এই কথা বলিয়া তিনি ইহুদীদের পুরাতন আশা ধূলিসাৎ করিয়া দিয়াছিলেন। এখন যদি ইহা জরুরী হয় যে, ঈসা নবীই (আঃ) আকাশ হইতে আগমন করিবেন, তাহা হইলে এরূপ অবস্থায় হযরত ঈসা (আঃ) সত্য নবী বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারেন না। কেননা, আকাশ হইতে প্রত্যাবর্তন করা যদি আল্লাহ্‌র সুন্নতের অন্তর্গত হইয়া থাকে, তাহা হইলে ইলিয়াস নবী কেন প্রত্যাবর্তন করিলেন না, এবং কেনই বা এস্থলে ইয়াহ্‌ইহিয়া (আঃ)-কে ইলিয়াস (আঃ) সাব্যস্ত করিয়া ব্যাখ্যার আশ্রয় গ্রহণ করা হইল? জ্ঞানীজনের জন্য ইহা চিন্তা করিবার বিষয়।

টিকা: *যে ব্যক্তি মানব জাতির প্রতি ক্রোধ-বৃত্তি বৃদ্ধি করে সে ক্রোধ দ্বারাই ধ্বংস হয়। এই কারণেই খোদাতা'লা সূরা ফাতেহায় ইহুদীদিগের নাম 'মাগযুবে আলাইহিম' (কোপগ্রস্ত) রাখিয়াছেন। ইহাতে এই কথার প্রতি ইংগিত ছিল যে, কিয়ামত দিবসে তো প্রত্যেক পাপীই খোদাতা'লার কোপের স্বাদ গ্রহণ করিবে, কিন্তু যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে দুনিয়াতে ক্রোধ প্রদর্শন করিয়া থাকে, সে দুনিয়াতেই ঐশী কোপের স্বাদ গ্রহণ করিয়া থাকে। ইহুদীদের তুলনায় খৃষ্টানদের দ্বারা দুনিয়াতেই ক্রোধ প্রকাশ পায় নাই, এই জন্যই সূরা ফাতেহায় তাহাদের নাম 'যাল্লীন' (পথভ্রষ্ট) রাখা হইয়াছে। 'যাল্লীন' শব্দের দুইটি অর্থ। এক অর্থ হইল- তাহারা পথভ্রষ্ট; দ্বিথীয় অর্থ এই যে, তাহারা বিলীন হইয়া যাইবে। আমার মতে ইহা তাহাদের জন্য একরূপ সুসংবাদ যে, কোন সময় তাহারা মিথ্যা ধর্ম হইতে মুক্তিলাভ করিয়া ইসলাম ধর্মে বিলীন হইয়া যাইবে এবং ক্রমান্বয়ে অংশীবাদমূলক ধর্মমত এবং অনিষ্টকর বা লজ্জাজনক রীতি-নীতি পরিত্যাগ করিয়া মুসলমানদের মত একেশ্বরবাদী হইয়া যাইবে। মোটকথা যাল্লীন শব্দে যাহা সূরা ফাতিহার শেষ ভাগে আছে -এর দ্বিতীয় অর্থে এক জিনিষ অন্য জিনিষে নিঃশেষ ও বিলীন হওয়া বুঝায়, তাহাতে খৃষ্টানগণের ভবিষ্যৎ ধর্ম জীবন সম্বন্ধে এক ভবিষ্যদ্বাণী নিহিত আছে।*

(কিশতিয়ে নূহ, রূহানী খাযায়েন, খন্ড-২২, পৃ: ৭১-৭৩)

আমাদের ধর্ম বিশ্বাস

'আমরা মুসলমান। এক-অদ্বিতীয় খোদা তা'লার প্রতি ঈমান রাখি এবং লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্ কলেমায় আমরা বিশ্বাসী। আমরা কুরআনকে খোদার কিতাব এবং তাঁর রসূল খাতামুল আম্বিয়া হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে মানি। আমরা ফিরিশতা, কিয়ামত অর্থাৎ পুনরুত্থান দিবস, জান্নাত ও জাহান্নামে বিশ্বাসী। আমরা নামায পড়ি ও রোযা রাখি এবং কিবলামুখী হই। যা কিছু আল্লাহ্ ও রসুল (সা.) 'হারাম' তথা নিষিদ্ধ আখ্যা দিয়েছেন সেগুলোকে হারাম জ্ঞান করি এবং যা কিছু 'হালাল' তথা বৈধ করেছেন সেগুলোকে হালাল আখ্যা দিই। আমরা শরীয়তের কোন কিছু সংযোজনও করি না, বিয়োজনও করি না এবং বিন্দু পরিমাণও কম-বেশী করি না। যা কিছু রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর মাধ্যমে আমরা পেয়েছি- আমরা এর হিকমত বুঝি বা না বুঝি কিংবা এর অন্তর্নিহিত তত্ত্ব নাই বা উদ্ধার করতে পারি- আমরা তা গ্রহণ করি। আমরা আল্লাহ্‌র ফযলে বিশ্বাসী, একত্ববাদী মুসলমান।"

(নুরুল হক, খণ্ড-১ , পৃ: ৫)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press, Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of the Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir